পাক্ষিক

আহ্‌মদী

মানব
জাতির
জন্য জগতে
আজ কুরআন
ব্যতিরেকে
আর কোন ধর্মগ্রন্থ
নাই এবং আদম
সন্তানের জন্য
[illegible]মানে মোহাম্মদ
[illegible] (সাঃ)
[illegible]সুল
[illegible] নাই।
[illegible]সই মহা
[illegible]নবীর
[illegible]প্রেম[illegible]
[illegible]
[illegible]র
কারের
[illegible] করিও না।

—হযরত
মসীহ্ মওউদ (আঃ)

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

সম্পাদক
এ. এইচ, এম,
আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩৮ বর্ষ ॥ ১ম সংখ্যা
১লা জ্যৈষ্ঠ ১৩৯১ বাংলা ॥ ১৫ই মে ১৯৮৪ ইং ॥ ১৩ই শাবান ১৪০৪ হিঃ
বার্ষিক চাঁদা ॥ বাংলাদেশ ও ভারত ২০.০০ টাকা ॥ অন্যান্য দেশ ৩ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক 'আহ্‌মদী' | ১৫ই মে ১৯৮৪ | ৩৮শ বর্ষ : ১ম সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃঃ
* তরজমাতুল কুরআন : সূরা আ'রাফ (৯ম পারা ১৯শ রুকু)	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মোহ্‌তারম মৌঃ মোহাম্মদ, আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া	১
* হাদীস শরীফ : 'মহাতাৎপর্যপূর্ণ কয়েকটি হাদিস'	অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	৩
* অমৃত বাণী : 'তিনি স্বয়ং ফয়সালা করিবেন'	হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ	৪
* এক্ হরফে নাসেহানা : (একটি অন্তরিক সদুপদেশ)	নিযারত ইশায়াত, সদর আঃ আমদীয়া রাবওয়া অনুবাদ : আহমদ সাদেক মাহমুদ	৫
* জামাতের উদ্দেশ্যে তাজা উপদেশ বাণী	হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে (আইঃ) অনুবাদক : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহমূদ	২০
* সংবাদ :		২১
মর্মন্তুদ শোক সংবাদ :	মোহতারম আমীর সাহেব, বাঃ আঃ আঃ	২২
* ফজিলতে রমজানুল মোবারক :	মোহতারম আমীর সাহেব, বাঃ আঃ আঃ	২৩
* হায় ! আলী কাশেম খান চৌধুরী ! হায় ! মীর হাবীব আলী ! :	চৌধুরী আবদুল মতিন	২৬

হুজুরে আকদাস (আইঃ)-এর প্রেরিত দোওয়া ও সালাম

বাংলাদেশ জামাত আহমদীয়ার আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলকে লণ্ডন হইতে সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইয়্যাদাহুল্লাহু তায়ালা বিনাসরিহিল আযীয) মহব্বত ভরা সালাম ও দোওয়া জানাইয়াছেন।

—ন্যাশনাল আমীর
বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া ঢাকা।

তাং ১৪ | ৫ | ৮৪ইং

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ে ৩৮ বর্ষ : ১ম সংখ্যা

১৫ই মে ১৯৮৪ইং : ১লা জ্যৈষ্ঠ ১৩৯১ বাংলা : ১৫ই হিজরত ১৩৬৩ হিঃ শামসী

সুরা আ'রাফ

[ইহা মক্কী সুরাহ, বিসমিল্লাহসহ ইহার ২০৭ আয়াত এবং ২৪ রুকু আছে]

নবম পারা **১৯শ রুকু**

১৫৩। (ইহাতে আল্লাহ বলিলেন) নিশ্চয় যাহারা গোবৎসকে (মা'বুদ রূপে) গ্রহণ করিয়াছে অচিরেই তাহাদের উপর তাহাদের রবের পক্ষ হইতে গযব নাযেল হইবে, এবং ইহ জীবনে লাঞ্ছনা (নাযেল হইবে) ; এবং এই ভাবে আমরা মিথ্যা রটনাকারী-দিগকে প্রতিফল দিয়া থাকি।

১৫৪। এবং যাহারা মন্দ কাজ করিয়াছে, এবং উহার পরে তওবা করিয়াছে এবং ঈমান আনিয়াছে তোমার রব্ব নিশ্চয় ইহার পর পরম ক্ষমাশীল, বারবার রহমকারী।

১৫৫। এবং যখন মুসার ক্রোধ ঠাণ্ডা হইল, তখন সে ফলকগুলি (যাহার উপর ঐশী নির্দেশাবলী লিখা ছিল) তুলিয়া লইল, যাহারা তাহাদের রব্বকে ভয় করে তাহাদের জন্য ঐ (ফলকে) লেখাগুলির মধ্যে হেদায়াত ও রহমত ছিল।

১৫৬। এবং মুসা নিজ জাতি হইতে সত্তর জন লোককে আমাদের নির্ধারিত স্থান ও সময়ে (আমার জন্য) বাছিয়া লইল, অতঃপর যখন তাহাদের উপর ভূমিকম্প আসিল, সে বলিল, হে আমার রব্ব! যদি তুমি ইচ্ছা করিতে তাহা হইলে তুমি ইহার পূর্বেই এই সমস্ত লোককে এবং আমাকে ধ্বংস করিয়া দিতে পারিতে, আমাদের মধ্য হইতে নির্বোধেরা যে কাজ করিয়াছে তাহার জন্য কি তুমি আমাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিবে? ইহা তোমার পক্ষ হইতে এক পরীক্ষা ছাড়া কিছুই না, ইহা দ্বারা তুমি যাহাকে চাহ পথভ্রষ্ট সাব্যস্ত কর এবং যাহাকে চাহ হেদায়ত দাও। তুমি আমাদের বন্ধু অতএব তুমি আমাদিগকে ক্ষমা কর এবং আমাদের উপর রহম কর, এবং তুমি ক্ষমাকারীদের মধ্যে সর্বোত্তম।

১৫৭। এবং তুমি আমাদের জন্য ইহকালে কল্যাণ নির্ধারিত কর এবং পরকালেও ; নিশ্চয় আমরা তোমার দিকে আসিয়াছি, (ইহাতে আল্লাহ) বলিলেন, আমি আমার আযাব যাহার উপর চাহি পৌছাই, কিন্তু আমার রহম প্রত্যেক বস্তুকে ছাইয়া আছে,

সুতরাং আমি নিশ্চয় ইহা ঐ সকল লোকের জন্য ফরয করিব যাহারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং যাকাত দেয় এবং আমাদের আয়াতসমূহের উপর ঈমান আনে।

১৫৮। যাহারা (আমাদের) এই রসুলের অনুসরণ করে যে নবী ও উম্মী (নিরক্ষর) যাহার নাম তাহারা তাহাদের নিকট তওরাত ও ইঞ্জিলে লিখা দেখিতে পায়, যে তাহাদিগকে নেক কাজের আদেশ দেয় এবং মন্দ কাজ করিতে নিষেধ করে এবং পবিত্র বস্তু সমূহকে তাহাদের জন্য হালাল করে এবং অপবিত্র বস্তু সমূহকে তাহাদের উপর হারাম করে এবং তাহাদের বোঝা যাহা তাহাদের উপরে চাপিয়া ছিল এবং তাহাদের গলার বেড়ি সমূহ যাহা তাহাদের উপর গলভার হইয়াছিল, তাহাদিগ হইতে দুর করে ; সুতরাং যাহারা তাহার উপর ঈমান আনিয়াছে এবং তাহাকে সম্মান করিয়াছে ও শক্তি দিয়াছে এবং যাহারা সেই নূরের অনুসরণ করিয়াছে যাহা তাহার সঙ্গে নাযেল করা হইয়াছিল তাহারাই সফলকাম। (ক্রমশঃ)

('তফসীরে সগীর' হইতে কুরআন করীমের বঙ্গানুবাদ)

আল্লাহ্ কি বান্দার জন্য যথেষ্ট নয় ?

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

আর্নিকা কেশতৈল

হোমিওপ্যাথির এক অনন্য অবদান

সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রস্তুত।

Love For All Hatred For None

—হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (রাঃ)

"আর্ণিকা কেশ তৈল" নিয়মিত ব্যবহারে চুলের অকাল পক্কতা দুর করে এবং চুল পড়া বন্ধ করে। মরামাস হয় না। মস্তিষ্ক শীতল ও সুনিদ্রার জন্য "আর্ণিকা কেশ তৈল" ঘরে ঘরে প্রশংসিত। আপনি আজই "আর্ণিকা কেশ তৈল" ব্যবহার করে এর উপকারিতা পরীক্ষা করুন।

প্রস্তুত কারক ঃ—এইচ, পি, বি, ল্যাবরেটরীজ

পরিবেশক ঃ—হোমিও প্রচার ভবন,
বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক বাইওকেমিক ঔষধ বিক্রেতা।
১, আবদুল গণি রোড,
জি, পি, ও, বক্স নং ৯০৯, ঢাকা ২ ফোন ঃ ২৫৯০২৪

হাদিস শরীফ

মহাতাৎপর্যপূর্ণ কয়েকটি হাদিস

(১) হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন : কিয়ামতের আলামত ও পুর্বলক্ষণাবলীর মধ্যকার একটি ইহাও যে, সেই সময় মুমেন তাহার কওমের মধ্যে নিম্ন ও নিকৃষ্ট ধরণের ছাগল-ভেড়া অপেক্ষাও তুচ্ছ বলিয়া গণ্য হইবে।"

(মুতাবাকাতুল ইখতেরায়াতিল আসরাতে লেমা আখবারা বেহি সৈয়্যদুল বারিয়া পৃঃ ১০০, ইমাম আবুল ফয়েজ আহমদ বিন মোহাম্মদ প্রণীত, ৪র্থ সংস্করণ ১৩৮৭ হিঃ মোতাবেক ১৯৬৮ ইং কায়রো, মিশরে মুদ্রিত এবং তাবারাণী)

(২) রসুলে খোদা (সাঃ) বলিয়াছেন : "আমার উম্মতের দুরাত্মাগণ পুণ্যাত্মাদের উপর এমনই রূপে ক্ষমতালাভ করিবে যে, আজ তোমাদের মধ্যে যেমন মুনাফেক লুকাইয়া থাকে তেমনি মুমেন সেই সময়ে আত্মগোপন করিতে বাধ্য হইয়া পড়িবে।" (ঐ পৃঃ ৯৯)

(৩) "আমার উম্মতের মধ্যে এরূপ কিছু লোক হইবে যাহাদের অন্তরে ঈমান অবিচল পাহাড়ের চাইতেও সুদৃঢ় হইবে।" (কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২৩৬, হায়দারাবাদ, দাক্ষিণাত্যে ১৩১৩ হিঃ সনে মুদ্রিত)

(৪) "আমাকে সর্বাপেক্ষা ভালবাসিবে সেই সকল লোক যাহারা আমার পরে আসিবে —তাহাদের প্রত্যেকেই এই মনোবাঞ্ছা পোষণ করিবে যে, হায়! যদি সে তাহার পরিবার-পরিজন এবং ধন-সম্পদ হারাইয়াও (সেগুলির বিনিময়ে) আমার সাক্ষাৎ বা দর্শন লাভ করিতে পারিত।" (কানজুল উম্মাল, ৬ষ্ঠ খণ্ড পৃঃ ২৩১)

(৫) "আমার পরে আমার উম্মতে এরূপ কতিপয় লোক হইবে, যাহাদের দ্বারা আল্লাহ-তায়ালা ইসলামের সীমান্ত সমূহের দৃঢ়ীকরণ ও সংরক্ষণ করিবেন। তাহাদের প্রাপ্য হক ও অধিকার হরণ করা হইবে এবং তাহাদের প্রাপ্য হক ও অধিকার তাহাদিগকে দেওয়া হইবে না, কিন্তু স্মরণ রাখিও, তাহারাই আমার এবং আমিও তাহাদেরই।"

(কানজুল উম্মাল, ৬ষ্ঠ খণ্ড পৃঃ ২৩৬)

অনুবাদ :—**মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ**

কলরব ধ্বনি উঠিবে যবে গোর হাতে সবার, রোজ হাশরে।
তব (সাঃ) প্রশংসা মুখর সরব গোর খানি, পরিচয় দিবে মোর সবার মাঝারে॥

[আরবী দুররে সমীন] — হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর

অমৃত বাণী

তিনি স্বয়ং ফয়সালা করিবেন

"এখন এই মোকদ্দমা তিনি নিজে ফয়সালা করিবেন। তিনি আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। যদি আমি সত্যবাদী হইয়া থাকি তবে ইহা সুনিশ্চিত যে, আসমান আমার জন্য এক জবরদস্ত সাক্ষ্য প্রদান করিবে, যদ্বারা মানবদেহ শিহরিয়া উঠিবে। আমি যদি পঁচিশ বৎসর কাল যাবৎ (১৮৮১ ইং—১৯০৬ ইং) এরূপ এক অপরাধী হইয়া থাকি, যে এই সুদীর্ঘকাল ব্যাপী খোদার বিরুদ্ধে মিথ্যা রচনা ও রটনা করিতেছে, তাহা হইলে আমি কি রেহাই পাইতে পারি ?! এমতাবস্থায় যদিও তোমরা সকলেই আমার বন্ধু হইয়া যাও, তথাপি আমি প্রকৃতপক্ষে ধ্বংসপ্রাপ্ত (অর্থাৎ আমার ধ্বংস অবধারিত)। কেননা খোদাতায়ালার হস্ত আমার বিরুদ্ধে সক্রিয় হইবে। হে জনগণ! স্মরণ রাখিবেন, আমি মিথ্যাবাদী নই, বরং মজলুম ও অত্যাচারিত; আমি মিথ্যাদাবীদার নই, বরং সত্যবাদী এবং আদিষ্ট। আমার উপর অত্যাচারের এক দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইয়াছে। আজ হইতে পঁচিশ বৎসর পূর্বে যাহা খোদাতায়ালা বলিয়া ছিলেন, উহা 'বারাহীনে আহমদীয়া' গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে, উহা খোদাতায়ালার এক এলহাম বা ঐশী বাণী: "দুনিয়া মেঁ এক নযীর আয়া, পর দুনিয়া নে উসকো কবুল না কিয়া, লেকিন খোদা উসে কবুল করেগা, আওর বড়ে জোর আওয়ার হামলওঁ সে উসকি সাচ্চাই যাহের কর দেগা" অর্থাৎ "পৃথিবীতে একজন সতর্ককারী আসিয়াছে কিন্তু পৃথিবী তাহাকে গ্রহণ করিল না, কিন্তু খোদা তাহাকে গ্রহণ করিবেন এবং অত্যন্ত প্রচণ্ড শক্তিশালী আক্রমণ সমূহের দ্বারা তাহার সত্যতা প্রকাশ করিয়া দিবেন।") ইহা সেই সময়কার এলহাম, যখন আমার পক্ষ হইতে কোন 'দাওয়াত' বা দাবীও পেশ করা হয় নাই এবং আমার কোন অস্বীকারকারীও ছিল না।" ('হাকীকাতুল ওহী' গ্রন্থের পৃঃ ১৩৮, ১৯০৬ সনে প্রণীত)

উঠ! তৌবা কর, নিজেদের মালিক আল্লাহকে সৎকর্মের দ্বারা রাজি কর। হিন্দু খৃষ্টান বা মুসলমান হওয়ার ফয়সালা কিয়ামতের দিনই হইবে।

"উঠ! তৌবা কর এবং নিজেদের মালিক (আল্লাহতায়ালা) কে নেক কাজের দ্বারা রাজী কর। স্মরণ রাখিবে, বিশ্বাস বা আকীদাগত ভুল-ভ্রান্তির শাস্তি তো মৃত্যুর পরপারে নির্ধারিত, এবং হিন্দু খৃষ্টান অথবা মুসলমান হওয়ার ফয়সালা কিয়ামতের দিনেই হইবে কিন্তু যে ব্যক্তি জুলুম, অধিকার লঙ্ঘন, পাপাচার, অবাধ্যতা ও অনাচারের সীমা অতিক্রম করিয়া যায় তাহাকে ইহকালেই শাস্তি দেওয়া হয়; তখন সে খোদাতায়ালার শাস্তি হইতে পলায়ন করিতে পারে না। সুতরাং তোমাদের খোদাকে শীঘ্র রাজী (সন্তুষ্ট) করিয়া লও···। স্মরণ রাখিবে যে, তোমরা নিজেদের আমলের জোরে কখনও নাজাত লাভ করিতে পারিবে না। সর্বদা ফজল (ঐশী কৃপা) মানুষকে রক্ষা করে, কর্ম নয়। হে করীম ও রহীম খোদা! আমাদের উপর ফজল বর্ষণ কর, আমরা যে তোমারই বান্দা এবং তোমার আস্তানায় পড়িয়া আছি। আমীন।" (লেকচার লাহোর পৃঃ ৩৯)

অনুবাদ:—**মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ,** (সদর মুরুব্বী)

এক্ হর্ফে নাসেহানা
(একটি আন্তরিক সদুপদেশ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মনঃকষ্ট ঃ

ধর্মীয় মতপার্থক্যের ভিত্তিতে কোন ব্যক্তি বা সমষ্টির মনঃকষ্ট তথা ভাবানুভূতিতে আঘাত লাগার যতদূর সম্পর্ক ইহা এরূপ একটি বিষয়, যাহার সার্বিক দিকগুলি সকল প্রকারের গোড়ামী ও পক্ষপাতমূলক মনোভাব মুক্ত হইয়া বিবেচনা করার প্রয়োজন রহিয়াছে। একটি দেশে বিভিন্ন মতাদর্শ ও ধর্মীয় বিশ্বাস পোষণ ও বহণকারী মানুষ বসবাস করে, তাহাদের মনে কোন্ বিষয়ে আঘাত লাগিতে পারে এবং কোন্টিতে নয় তদবিষয়ে তাহাদের ভাবানুভূতি প্রকাশের পথসমূহ সুনির্দিষ্ট করা আবশ্যক।

এই দৃষ্টি-কোণ হইতে যখন আমরা বিষয়টির প্রতি দৃষ্টিপাত করি তখন মনঃকষ্টের যে কোন সংজ্ঞাই নির্ধারণ করি না কেন, শুধু কোন আকীদা বা ধর্ম বিশ্বাসের পার্থক্যের দ্বারা এবং সেই আকীদা মানিয়া চলায় কাহারও ভাবানুভূতিতে আঘাত হানা হয় বলিয়া সাব্যস্ত করা যায় না। আমাদের দেশেও (পাকিস্তান) কায়েদে-আজমের ইরশাদসমূহ এবং প্রচলিত আইন-কানুন ইহার জামানত দান করে যে, শুধু আকীদার পার্থক্য ও স্বীয় আকীদা মানিয়া চলা কাহারও ভাবানুভূতি আহত হওয়ার কারণ হইতে পারে না। প্রতিটি নাগরিক—তাহার সম্পর্ক সংখ্যাঘরিষ্ঠদের সহিতই হউক অথবা সংখ্যালঘুদের সহিতই হউক এই দৃষ্টিকোণ হইতে সকলের অধিকার সমান। পাকিস্তানী হিন্দু, খৃষ্টান ও পার্সিদের আকীদা ও ধর্ম-বিশ্বাস নিঃসন্দেহে ইসলামের সুস্পষ্ট মৌলিক শিক্ষামালার পরিপন্থি। কিন্তু উল্লিখিত ধর্মবিশ্বাসসমূহ তাহাদের খোলাখুলিভাবে মানিয়া চলার পূর্ণ অনুমতি রহিয়াছে এবং এইরূপ অনুমতি কোন মুসলমানের ভাবানুভূতিতে আঘাত দিতে পারে না। তেমনিভাবে একজন হিন্দু, খৃষ্টান অথবা পার্সির পক্ষে মুসলমানদের ধর্মীয় বিশ্বাস পালন ও প্রচারে উত্তেজিত হওয়ার পরিবর্তে সংযম ও পরমত সহিষ্ণুতা বজায় রাখা এক আইনগত ও নৈতিক কর্তব্য। তবে কি এই প্রিয় মাতৃভূমিতে শুধু এক আহমদীর জন্যই তাহার আকীদা মানিয়া চলার ও পালন করার অনুমতি থাকিবে না ?!

তর্কের খাতিরে যদি ইহা স্বীকার করিয়া লওয়া হয় যে, শুধু আহমদীদের নিজেদের আকীদা ও ধর্মবিশ্বাস মানিয়া চলার ও পালন করার অনুমতি থাকিবে না কেননা ইহাতে গয়র আহমদী সংখ্যাগরিষ্ঠদের মনে ব্যাথা লাগে তাহা হইলে মনঃকষ্টের এহেন সমস্যার এক চরম হাস্যাস্পদ বরং বেদনাদায়ক চিত্র ভাসিয়া উঠিবে এবং স্বীকার করিতে হইবে যে :—

প্রথম :—খৃষ্টানদের তত্ত্ববাদের আকীদা হইল কুরআন করীম অনুযায়ী সেই আকীদা যাহার দরুণ পৃথিবী বিদীর্ণ হওয়ার এবং পর্বতমালা ধ্বসিয়া পড়ার উপক্রম ঘটে—উহা তো

কোন মুসলমানের মনঃকষ্টের কারণ হইতে পারে না। তেমনি ক্রুশের ইবাদতও তাহাদের হৃদয়ে খোঁচা দিতে পারে না। অবশ্য মনঃকষ্টের কারণ বলিয়া যদি কোনকিছু থাকিয়া থাকে তাহা হইল শুধু এটাই যে, অমুসলিম বলিয়া ঘোষিত হওয়া সত্বেও আহমদীরা কেন এযাবৎ আল্লাহতায়ালাকে 'ওয়াদে লাশরীক' বলিয়া মানে এবং সেই এক ও অদ্বিতীয় খোদার ইবাদত করাকে নিজেদের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অবশ্যকর্তব্য বলিয়া জ্ঞান করে?

দ্বিতীয় :—তারপর আমাদের মহান প্রভু ও নেতা এবং সত্যবাদীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সত্যবাদী হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম নায়ুযুবিল্লাহ স্বীয় দাবীতে সত্যবাদী ছিলেন না বলিয়া যে অপরাপর ধর্মাবলম্বীদের মূলগত বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে ইহাতে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠদের তো মনঃকষ্ট হইবে না, কিন্তু আহমদীরা যে নিজেদের আকা ও মৌলা হযরত রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে সকল সৃষ্টির সেরা ও অধিনায়ক বরং নিখিল বিশ্ব-জগতের সৃষ্টির মূল কারণ বলিয়া মানে এবং সকল নবী অপেক্ষা তাঁহাকেই আফ্‌জাল ও শ্রেষ্ঠতম রসুল বলিয়া স্বীকার করে এবং এই কথাতেই বিশ্বাস রাখে যে, এখন একমাত্র হযরত রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের অঞ্চলের সহিত নিজেকে সম্পূর্ণ আবদ্ধ করিয়া তাঁহারই আনুগত্য ও অনুবর্তিতায় খোদাতায়ালার নৈকট্য ও সান্নিধ্য লাভ করা যায় এবং আঁ-হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে লেশমাত্র দূরে সরিয়া খোদাতায়ালার নৈকট্যের এক কণা পরিমাণ কল্যাণও লাভ করা যায় না,—এ সব কিছুই মুসলমানগণের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠদের দৃষ্টিতে তীব্র মনঃকষ্টের কারণ বলিয়া বিবেচিত হইবে।

এখানে এক প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন ইহাও দাঁড়ায় যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে সকল নবী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং 'ওয়াজে বুল-ইতায়াত' মানাতে যদি মনঃকষ্ট না হয় তাহা হইলে ওয়াজেবুল-ইতায়াত মানিয়া কার্যতঃ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাঁহার ইতায়াত ও অনুবর্তিতা করায় কিরূপে মনঃকষ্ট ঘটিতে পারে? "ফা' তাবেরু ইয়া উলিল-আবসার!" —হে সুবুদ্ধিসম্পন্ন বিবেকবান সুধীবৃন্দ! একটু তো চিন্তা-ভাবনা করিয়া দেখুন!

তৃতীয় :—তারপর কুরআন করীমের বিষয়টি ধরুন। এমন লোকও এদেশে বাস করে যাহারা কুরআন করীমকে আল্লাহতায়ালার কালাম বলিয়া বিশ্বাস করে না বরং নায়ুযুবিল্লাহ স্বয়ং হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মনগড়া কালাম বলিয়া বিশ্বাস করে। এরূপ লোকদের আকায়েদ এবং কুরআন করীম সম্পর্কে তাহাদের অবিশ্বাস সুলভ ধ্যান-ধারণা তো মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠদের মনঃকষ্টের ও ভাবানুভূতিতে আঘাত দেওয়ার কারণ হয় না, কিন্তু আহমদীরা যে কুরআন করীমের প্রতিটি শব্দ হযরত রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের উপর ওহী যোগে অবতীর্ণ হইয়াছে বলিয়া এবং আদ্যপান্ত ইহা খোদাতায়ালারই কালাম এবং সর্বপ্রকার বরকত ও কল্যাণ

একমাত্র কুরআন করীমের মাধ্যমেই লাভ করা যাইতে পারে এবং ইহার শিক্ষা প্রত্যেক যুগের জন্য পূর্ণ ও পরিণত এবং একমাত্র কুরআন করীমই মানব জাতির আধ্যাত্মিক ও জাগতিক সকল বিষয়ে নাজাত ও সাফল্য লাভের কারণ বলিয়া সুনিশ্চিত বিশ্বাস রাখে—আহমদীরা এই আকীদা পোষণ করায় মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠদের মনঃকষ্ট এবং তাহাদের ভাবানুভূতিতে অসহনীয় আঘাত হানার কারণ হইয়া যায়। আহমদীদের এই ঈমান ও আকীদা যদি কোন সামান্যতম বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন মুসলমানের দৃষ্টিতেও আদৌ কোন মনঃকষ্টের কারণ বলিয়া আখ্যায়িত হইতে না পারে, তাহা হইলে এই আকীদা বা ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী কার্যতঃ ইহার অনুশীলন কিরূপে ভাবানুভূতিতে আঘাত এবং মনঃকষ্টের কারণ হইতে পারে ?! সুতরাং এখানেও এই প্রাসংগিক কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উদ্ভব হইবে যে কুরআন করীমকে বরহক্ এবং অবশ্যপালনীয় বলিয়া স্বীকার করাটা যদি মনঃকষ্টের কারণ না হয় তাহা হইলে ইহাকে বরহক্ জ্ঞান করিয়া কার্যতঃ ইহা পালন ও অনুশীলন করায় কিরূপেই বা মনঃকষ্ট ঘটাইবার কারণ হইতে পারে ? জ্ঞান-বুদ্ধি ও আদল ও ইনসাফ এবং ন্যায় বিচারের সম্পূর্ণ পরিপন্থি এই অবস্থান ততক্ষণ পর্যন্ত গৃহীত হইতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত প্রথমে জ্ঞান-বুদ্ধিকে পুরোপুরি বিসর্জন দেওয়া না হয়। আর যদি এরূপই করা হয় তাহা হইলে আবার এই হাস্যস্পদ অবস্থাটিও ইহার ফলশ্রুতিতে সৃষ্টি হইবে যে সংখ্যাগরিষ্ঠদের দৃষ্টিতে যাহারা মুসলমান তাহারা যদি কুরআন করীমকে সাচ্চা ও অবশ্যমান্য ও পালনীয় বলিয়া স্বীকার করা সত্বেও ইহা মানিয়া ও পালন করিয়া নাও চলে, তাহাতে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠদের আদৌ কোন মনঃকষ্টের কারণ ঘটিবে না, কিন্তু যদি কোন সংখ্যালঘু—যাহাদিগকে তাহারা অমুসলিম বলিয়া মনে করে—কুরআন করীমকে অবশ্য মান্য ও পালনীয় জ্ঞান করিয়া ইহার আহকাম কঠোরভাবে মানিয়া ও পালন করিয়া চলে, তবে ইহাতে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠদের ভাবানুভূতি ভীষণভাবে উত্তেজিত হইয়া পড়িবে। অন্য কথায়, এই উত্তেজিত জনসমষ্টি তরবারির ভাষায় ঘোষণা করিবে যে, "যখন সাংবিধানিক উপায়ে তোমাদিগকে অমুসলিম বলিয়া আখ্যায়িত করা হইয়াছে তখন আবার তোমাদের পক্ষে কুরআন করীম ও সুন্নতে-রসুল (সাঃ)-কে সত্য জ্ঞান করিয়া সেগুলির ইতায়াত ও পালন করার হক্ কিরূপেই বা থাকিতে পারে ?! তোমাদের এই ঔদ্ধত্য কোনক্রমেই সহ্য করা যাইতে পারে না।"

ইসলাম ও মনঃকষ্ট ঃ—

যেহেতু মনঃকষ্ট বা মনে আঘাত দেওয়া সম্পর্কিত এই ওজর-আপত্তি ইসলামের নামে উৎকিরণ করা হইতেছে, সেজন্য মনঃকষ্ট সম্বন্ধে আসুন সাধারণভাবে একটু ইসলামী শিক্ষামালার খোঁজ লইয়া দেখি, প্রকৃতপক্ষে এই মনঃকষ্ট বলিতে কি বুঝায় ? ইহার প্রকৃতস্বরূপ কি ? কুরআন করীম এবং সুন্নত ইহার উপর কি আলোকপাত করিতেছে এবং মনঃকষ্টের কি

সীমারেখা নির্ধারণ করা হইয়াছে? এ অধ্যয়ন ও পর্যালোচনার দ্বারা যে প্রথম সত্যটি প্রকটভাবে সম্মুখে আসে তাহা হইল এই যে, ইসলামের দৃষ্টিতে অপরাপর ধর্মের 'আকায়েদ' বা মূলগত বিশ্বাস এবং 'আ'মালে সালেহা' অর্থাৎ পূণ্যকর্মে পরস্পরের শরীক হওয়া নিন্দনীয় ও মনঃকষ্টের কারণ না হইয়া বরং একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ ও পদক্ষেপ বলিয়াই নিরূপিত হইয়াছে। সুতরাং কুরআন করীম আহ্‌লে-কিতাবকে সম্বোধনপূর্বক নেক আমলে পরস্পর মিলন ও অংশ গ্রহণের নিম্নরূপ সাধারণ দাওয়াত ও উদার আহ্বান জানায়:— قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا و بينكم الا نعبد الا

الله و لا نشرك به شيئا و لا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله (ال عمران : ٦٥)

অর্থাৎ, (হে মোহাম্মদ!) বলিয়া দাও যে, 'হে আহলে কিতাব! ঐ কথাটির দিকে আগাইয়া আস—যাহা তোমাদের এবং আমাদের উভয়ের মধ্যে সমভাবে স্বীকৃত—অর্থাৎ আমরা যেন খোদা ভিন্ন অন্য কাহারও ইবাদত না করি এবং কাহাকেও তাঁহার শরীক সাব্যস্ত না করি এবং আমাদের মধ্যে কতকজনে কতকজনকে রব্ব হিসাবে গ্রহণ না করি।"

মোট কথা, ইসলামের উদারতা ও মহানুভবতা তো এত সম্প্রসারিত যে, ঐ সকল লোক যাহারা অমুসলিম বলিয়া গর্ববোধ করে তাহাদিগকেও নেক আকায়েদ ও নেক আমলে পরস্পর মিলন ও অংশ গ্রহণের স্বয়ং দাওয়াত দান করে। আহ্‌লে ইসলামকে এরূপ কাজে উত্তেজিত হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করা তো সুদূরপরাহত।

সুতরাং মনঃকষ্ট বা মনে আঘাত দেওয়ার যে কল্পনা ও দৃষ্টিভঙ্গীর সন্ধান কুরআন করীমে পাওয়া যায়, উহা আকীদা ও আমলে পারস্পরিক মিলন ও অংশ গ্রহণে সৃষ্টি হয় না, বরং উহা অন্য বিষয়। সুতরাং কুরআন করীম মুনাফেকদের পক্ষ হইতে ক্রমাগত মনঃকষ্টের উদ্রেকের বিষয় উল্লেখ করিয়া বলে:—

فاذا ذهب الخوف سلقوكم بالسنة حداد اشحة على الخير - اولئك لم يو

منوا فاحبط الله اعمالهم - وكان ذلك على الله يسيرا ○ (احزاب : ٢٠)

অর্থাৎ, "তারপর যখন ভীতির অবস্থা উত্তীর্ণ হয় তখন তাহারা তোমাদের উপর তরবারির ন্যায় ধারালো বাক্য বাণ বর্ষণ করে; তাহারা হিতসাধন ও কল্যাণের ব্যাপারে অত্যন্ত কৃপণ ও অনুদার (অর্থাৎ তোমরা তাহাদের নিকট হইতে ভাল কথা শুনিবে না এবং ভাল কাজও দেখিবে না) ইহারাই ঐ সকল লোক যাহারা ঈমান আনায়ন করে নাই। সুতরাং আল্লাহতায়ালা তাহাদের সকল কর্ম ব্যর্থ করিয়া দিয়াছেন এবং ইহা আল্লাহর পক্ষে সহজ ব্যাপার।"

এই আয়াতে-করীমায় একটু চিন্তা করিলেই যেখানে মনঃকষ্টের অর্থ অনুধাবন করা যায়, সেখানে এই বিষয়টিরও সমাধান পাওয়া যায় যে যদি কেহ বাস্তবিকপক্ষে মনঃকষ্টের কারণ ঘটায় তাহা হইলে ইসলাম উহার কি শাস্তি নির্ধারণ করিয়াছে। ইহা বিবেচনা করার বিষয় যে, এত কঠিন মনঃকষ্ট সাধনের শাস্তি ইহা ছাড়া আর কিছুই সাব্যস্ত করা হয় নাই যে আল্লাহতায়ালা মনঃকষ্ট সাধনকারীদের কর্মপ্রচেষ্টা বিনষ্ট করিয়া দিবেন।

অন্য কথায়, সুস্পষ্ট ও সর্বস্বীকৃত মনঃকষ্টের যদদূর সম্পর্ক, সে ক্ষেত্রেও শাস্তি বিধানের বিষয়টি আল্লাহতায়ালা নিজের হাতেই রাখিয়াছেন এবং মুসলমানদিগকে উহার মোকাবিলায় মনঃকষ্ট সাধনে উদ্বুদ্ধও করেন নাই। তবে কোন কোন অন্যান্য আয়াত দৃষ্টে এইটুকু পরিমাণ প্রত্যুত্তর বা প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বৈধতা অবশ্য পাওয়া যায়, যেমন বলা হইয়াছে—

جزاء سيئة سيئة مثلها (আল-শুরা : ৪১)

—অর্থাৎ "যেরূপ অন্যায় ঘটিয়া থাকে সেইরূপ প্রতিশোধ গ্রহণ করা যাইতে পারে।" কিন্তু এই অধিকার আল্লাহতায়ালা শুধু মুসলমানদিগকেই দান করেন না বরং কাফির এবং মুশরিকদিগকেও সমানভাবেই দান করেন। যেমন, বলিয়াছেন :—

و لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم - (الانعام : ١٠٩)

অর্থাৎ, "তোমরা কাহারও বাতিল মাবুদদিগকে গালমন্দ দিওনা, অন্যথায় তাহারাও শত্রুতার বশবর্তী হইয়া অজ্ঞতা বশতঃ খোদাতায়ালাকে গাল-মন্দ দিতে আরম্ভ করিবে।"

এই নীতিগত শিক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের বেশী বেশী এতটুকু অধিকার স্বীকার করা যাইতে পারে যে, যদি কেহ গালি দেয় এবং কটু কথা বলে তাহা হইলে প্রত্যুত্তরে তাহার সহিত তদ্রূপ ব্যবহার করিতে পার কিন্তু ইহার অধিক নয়। কিন্তু যদি কেহ তোমাদের দৃষ্টিতে পর হইয়া থাকে কিন্তু সে তোমাদের উত্তম বিষয়গুলি পছন্দ করে এবং সেগুলির অনুকরণ করে তাহা হইলে এহেন মনঃকষ্ট সাধনের প্রতিশোধ ইহা ব্যতীত অন্য কিছু বিবেচনা করা যায় না যে, তোমরা তাহার উত্তম কথাগুলির অনুকরণ করিয়া নিজেদের প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়া লও।

কুরআন করীমের প্রতি গভীর মনোনিবেশ করিলে এরূপ এক মনঃকষ্ট ও ভাবানুভূতিতে আঘাত দানের সন্ধানও পাওয়া যায়, যাহা মুসলমানদের পক্ষ হইতে সাধিত হয় এবং অপরে সেই মনঃকষ্ট ও আঘাতের শিকার হয়। কিন্তু এই প্রকারের আঘাত ও মনঃকষ্টের অস্তিত্ব স্বীকার করা সত্বেও মুসলমানদিগকে শুধু নির্দোষ ও নিরপরাধ বলিয়াই সাব্যস্ত করা হয় নাই বরং এরূপ মনঃকষ্ট সাধনের পুরস্কার দানের ওয়াদাও দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং সুরা তওবার আয়াত ১২১ দ্বারা প্রমাণিত যে মুসলমানদের চলা-ফেরাতেও কাফিরদের মনঃকষ্টের উদ্রেক ঘটিত এবং তাহারা অগ্নিশর্মা হইয়া উঠিত কিন্তু ইহা সত্বেও মুসলমানদিগকে চলা-ফেরা হইতে নিবৃত্ত বা নিষেধ করা হয় নাই বরং ইহার জন্য পুরস্কারের ওয়াদা দান করা হইয়াছে।

এই দৃষ্টান্তের দিকে দৃষ্টিপাতে স্পষ্টতঃ অনুধাবন করা যায় যে, যদি কেহ তাহার মৌলিক অধিকার সমূহ ভোগ করিতেছে এবং ইহাতে কাহারও মনঃকষ্টের কারণ ঘটে, তাহা হইলে এইরূপ "মনকষ্ট সাধন"-এর কারণে কাহাকেও মৌলিক অধিকার হইতে বঞ্চিত করা যাইবে না।

কুরআন করীমের পরে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের উসওয়া ও জীবনাদর্শ হইল পথনির্দেশক আলোকবর্তিকা। এই উসওয়া ও আদর্শ আমাদিগকে এই

পথ দেখায় যে, কখনও কোন মওকাতেও আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কোন অমুসলিম ইসলামী শিক্ষা অনুশীলন করিয়া চলে বলিয়া অসন্তুষ্ট হন নাই। শুধু ইহাই নয় বরং খোলাখুলি শত্রুতামূলক মনঃকষ্ট সাধনেও তিনি (সাঃ) যে মহান ধৈর্য, ক্ষমা ও মহানুভবতার আদর্শ ও নমুনা দেখাইয়াছেন তাহা নজীর বিহীন মর্যাদা রাখে। সুতরাং মুনাফেকদের প্রধান আবদুল্লাহ বিন ইবাই বিন সলুলের ন্যায় দুর্মুখ যখন একটি গাজওয়া চলাকালীন আঁ-হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি চরম অবমাননাকর সমালোচনা ও কটূক্তি করিয়া তীব্র মনঃকষ্টের কারণ ঘটাইল, তখন আঁ-হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম নিজে তাহার প্রতিশোধ গ্রহণ তো দূরের কথা, তাঁহার যে সকল আশিক ও প্রেমিক সেই কটূক্তিতে উত্তেজিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহাদিগকেও শাস্তি বিধান মূলক ব্যবস্থা গ্রহণে কঠোরভাবে বারণ করিয়াছেন, এমন কি আবদুল্লাহ বিন উবাই বিন সলুলের পুত্রও যখন সেই ঔদ্ধত্তের জন্য তাঁহার পিতাকে শাস্তি প্রদানের অনুমতি প্রার্থনা করেন, তখন তিনি (সাঃ) সে অনুমতিও প্রদান করেন নাই। ক্ষমা, উপেক্ষা, উদারতা ও পরম বদান্যতার পরাকাষ্ঠা এই যে, যখন এহেন পাপিষ্ঠ ও উদ্ধত ব্যক্তি মারা গেল, তখন সাহাবা কেরামের পরামর্শের বিপরীতে নিজে তাহার নামায-জানাযা পড়ান। এই হইল সুন্নাতে-রসুলের আলোকে মনঃকষ্টের কল্পনা বা রূপ-রেখা এবং উহার প্রতিকার ও প্রতিবিধান মূলক ব্যবস্থা সম্বন্ধীয় শিক্ষা। বিশ্বময় এমন কেহ আছেন কি, যিনি এই শান ও মর্যাদাপূর্ণ আদর্শ এবং এইরূপ ধৈর্য্য ও মহানুভবতার কোন দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারিয়াছেন? "আল্লাহুমা সাল্লে আলা মুহাম্মাদিও ওয়া আলা আলে মুহাম্মাদ ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।"

আকায়েদ বা মূলগত ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে মনে আঘাত লাগার যতদূর সম্পর্ক সে প্রসঙ্গে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের উদার চেতনা ও হৃদয়ের সুপ্রশস্ততার শান ও মর্যাদা ছিল এই যে, নিজের তুলনায় কত নিম্নতর মর্যাদা বিশিষ্ট নবীদের অনুসারী ও মান্যকারীদিগকে তাহাদের নবীদিগকে তিনি (সাঃ) অপেক্ষা আফজাল ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া জ্ঞান করার অনুমতি দান করিয়া ছিলেন, কিন্তু যখন মুসলমানগণ আঁ-হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের শ্রেষ্ঠতার বিষয়ে জোর দেন এবং বিধর্মীরা অভিযোগ জানায় যে, ইহাতে তাহাদের মনঃকষ্ট হয়, তখন তিনি ফরমাইলেন:

لا تفضلو نی علی یو نس بن متی

তেমনি আর এক মওকাতে বলিলেন: لا تفضلو نی علی مو سیٰ

অর্থাৎ, "হে মুসলমানগণ! যদি অন্যদের মনঃ-কষ্ট হয় তাহা হইলে তাহাদের সহিত তর্ক বাধিলে এ কথার উপর জোর দিও না যে, আমি ইউনুস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অথবা মুসা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।" অথচ ইউনুস (আঃ) এবং মুসা (আঃ)-এর কি প্রশ্ন, তিনি তো সকল নবী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন, আছেন এবং থাকিবেন।

একদিকে হযরত নবী (সাঃ)-এর উসওয়া ও আদর্শ হইলে এই যে, নিম্নতর মর্যাদা বিশিষ্ট নবীদের অনুসারীদিগকে অনুমতি দান করা হইতেছে যে, তাহারা তাহাদের নবী-

দিগকে হযরত খাতামাল আম্বিয়া (সাঃ) অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করুক এবং শ্রেষ্ঠ বলিয়া আখ্যায়িত করুক, আর অন্যদিকে আজ যে ধর্মীয় মনঃকষ্টের কল্পনা বা দৃষ্টিভঙ্গী তুলিয়া ধরা হইতেছে তদনুযায়ী আহ্‌মদীরা যদিও এই আকীদা পোষণ করে যে, সেলসেলা আহ্‌মদীয়ার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন হযরত নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পরম অনুগত গোলাম ও উম্মতী এবং প্রতিটি কল্যাণ, সৌভাগ্য, মর্যাদা এবং সম্মান একমাত্র সেই গোলামী ও পায়রবীর ফলশ্রুতিতেই তাঁহাকে প্রদান করা হইয়াছিল, তখন উক্ত ঘোষণায় মুসলমানদের কঠিন মনঃকষ্ট হয় এবং এইরূপ উত্তেজনার সৃষ্টি হয় যে সহ্যের সীমা ছাড়াইয়া যায়। অন্য কথায়, হিন্দুদের এই ঘোষণা যে, "কৃষ্ণ আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম অপেক্ষা সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ ছিলেন, কেননা তিনি খোদার মাজহার (ঐশী-গুণাবলীর প্রকাশক)-ই ছিলেন না বরং মূর্তিমান খোদা ছিলেন" (নায়ুযুবিল্লাহ) এবং খৃষ্টানদের এই ঘোষণা যে "যীশু (হযরত ঈসা) হযরত মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন, কেননা তিনি একজন মানব পয়গম্বরই নহেন বরং প্রকৃতপক্ষে খোদার পুত্র ছিলেন" (নায়ুযুবিল্লাহ)—এসব (আকীদার) ঘোষণা মুসলমান সংখ্যা-গরিষ্ঠদের লেশমাত্রও মনঃকষ্টের কারণ হয় না, কিন্তু সেলসেলা আহ্‌মদীয়ার প্রতিষ্ঠাতার নিম্নরূপ ঘোষণা তাহাদিগকে ভীষণ উত্তেজিত করিয়া তুলে :—

"তিনি আমাদের পথপ্রদর্শক প্রভু, যাঁহা হইতেই সকল নূরের বিকাশ। তাঁহার পুণ্য-নাম হইল মোহাম্মদ, প্রেমাস্পদ আমার তিনিই॥ সবকিছু আমরা তাঁহার নিকট হইতেই লাভ করিয়াছি, হে খোদা! তুমিই ইহার সাক্ষী। সকল সত্য যিনি দেখাইলেন সেই পথ-প্রদর্শক তিনিই॥"

(কবিতা গ্রন্থ দুররে সামীন)

তিনি আরও বলেন :—

"আমি সেই খোদাতায়ালার শপথ করিয়া বলিতেছি যে, তিনি যেমন ইব্রাহীম (আঃ)-কে স্বীয় বাক্যালাপ ও সম্ভাষনে ভূষিত করিয়া ছিলেন, তারপর ইসমাইল (আঃ), ইসহাক (আঃ), ইয়াকুব (আঃ), ইউসুফ (আঃ), মুসা (আঃ) এবং ঈসা মসীহ ইবনে মরিয়ম-এর সহিত এবং সর্বশেষে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সহিত কালাম করিয়াছিলেন, ঠিক তেমনিভাবে তিনি আমাকেও তাঁহার বাক্যালাপ ও সম্ভাষণে ভূষিত করিয়াছেন। কিন্তু এই মর্যাদা ও সৌভাগ্য একমাত্র আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পায়রবী ও অনুবর্তিতার দ্বারাই হাসিল হইয়াছে।' যদি আমি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের উম্মতের অন্তর্গত না হইতাম এবং তাঁহার পায়রবী না করিতাম এবং যদিও পৃথিবীর সকল পাহাড়-পর্বতের সমপরিমাণ আমার আমল ও সাধনা হইত তথাপি আমি নিঃসন্দেহে কখনও ঐশী বাক্যালাপ ও সম্ভাষণের মর্যাদা ও সৌভাগ্য লাভ করিতে পারিতাম না।"

(তাজাল্লিয়াতে ইলাহিয়া)

এখন আসুন, আমরা আলোচ্য বিষয়ের এ দিকটি বিবেচনা করিয়া দেখি যে, কুরআন ও সুন্নাহ্‌য় অবিশ্বাসী এমন কোন অমুসলিম—যেমন খ্রীষ্টান অথবা শিখ—যদি কুরআনী শিক্ষামালার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া সেগুলি তাহার পছন্দনীয় ও অনুকরণীয় বলিয়া মনে হইতে আরম্ভ করে তাহা হইলে কুরআন ও সুন্নাহ্‌র কোন্ হুকুম ও নির্দেশ বলে তাহাকে সেগুলি মানিয়া চলা বা পালন করা হইতে বাধাদান করা যাইতে পারে? যদি বাধা দেওয়া যাইতে পারে, তাহা হইলে 'আওয়ামের' (আদেশাবলী) ও 'নওয়াহী' (নিষেধাবলী)—উভয় প্রকার আহকাম পালনে বাধা দেওয়া হইবে অথবা শুধু এক প্রকার আহকাম পালনে বাধা দান করা হইবে? যেমন, কুরআন করীম বলে, এক খোদার ইবাদত কর, মসজিদ সমূহ নির্মাণ কর, সত্য কথা বল, ধৈর্য ধারণ কর, পরমতসহিষ্ণু হও, বিনয়ী হও, মানুষের প্রতি সদয় হও ইত্যাদি। এই সকল হইল আওয়ামের বা আদেশ যেগুলি কুরআন করীমে উল্লেখিত আছে। এসব একজন অমুসলিমকে মানিয়া চলিতে কি বাধাদান করা হইবে? যদি এই সবগুলি নয় বরং ইহাদের মধ্যে শুধু কতকগুলি আদেশ পালন করিতে বারণ করা হইবে, তাহা হইলে কোন্ কুরআনী হুকুম বা নির্দেশ বলে এইরূপ করা হইবে?

আর এই ক্ষেত্রে যদি কেহ এই অবস্থান গ্রহণ করে যে, ঐ সবগুলি আদেশ পালনে বাধাদান করা হইবে না বরং যে সকল নেকী বা পুন্যকর্ম বান্দাগণ এবং মানুষের ব্যবহারিক জীবনের বিষয়াবলীর সহিত সম্পৃক্ত শুধু সেগুলি পালন করার অনুমতি থাকিবে কিন্তু খোদাতায়ালার সহিত সম্পৃক্ত পুণ্যকর্মসমূহ পালনে অবশ্য বাধাদান করা হইবে, যেগুলিকে 'হুকুকুল্লাহ্' বা ইবাদত বলা হয়, যেমন আজান, নামায, সিজদা, রুকু, যিকরে-ইলাহী, নামায তাহাজ্জুদ, রোজা ইত্যাদি—এ সবই ইবাদত এবং বিভিন্ন ইসলামী পরিভাষায় অভিহিত। অন্য কথায়, একটি মুসলিম দেশে কুরআন করীম বর্ণিত 'হুকুল-ইবাদ' অর্থাৎ বান্দাগণ সম্পর্কিত হক্ক বা পুণ্যকর্মসমূহ পালনের অনুমতি থাকিবে কিন্তু খোদাতায়ালার সহিত সম্পর্কযুক্ত হক্ক বা পুণ্য সমূহ পালনের অনুমতি থাকিবে না। যদি এরূপই হয় তাহা হইলে কোন অমুসলিমের পক্ষে কি ইহা জিজ্ঞাসা করার অধিকার থাকিবে, কি থাকিবে না যে, কুরআন ও সুন্নাহর কোথায় ইহার প্রমাণ পাওয়া যায় যে, "অমুসলিমের" পক্ষে 'হুকুকুল্লাহ' পালনের অনুমতি নাই এবং আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পদ্ধতিতে ইবাদত করার অধিকার নাই? এতদ্ব্যতীত, এই ক্ষেত্রে উক্ত অপরাধে অপরাধী ব্যক্তির জন্য কুরআন ও হাদীসে কি শাস্তি বিধান করা হইয়াছে? কিন্তু এই সকল প্রশ্ন তো তখনই উঠিতে পারে যখন অমুসলিমকে এ সকল প্রশ্ন করার অধিকারও দেওয়া হয়।

যে যুগে পাঞ্জাবে অরাজকতা ছিল এবং মহারাজা রঞ্জীত সিংহের পক্ষে তখনও কোন নিয়ম-শৃংঙ্খলা প্রতিষ্ঠা এবং আইন-কানুন প্রয়োগ সম্ভব হইয়া উঠে নাই তখনকার যুগে এরূপ ঘটনাবলী ঘটিত, যেমন কোন মুসলমান আজান দিলে তাহার বুকে ছুরি বসাইয়া দেওয়া হইত। জামানার কি বিচিত্র লীলাখেলা!! খোদা না করুন, ইসলামকে আবার এই দিন

দেখিতে হয়, যখন আযান দেওয়ার অপরাধে মুসলমানেরা তথাকথিত "অমুসলিমদিগকে" ছুরিকাঘাতে বধ করিতে আরম্ভ করিয়া দেয়। যদি তদ্রূপ হয়, তাহা হইলে শিখদের প্রতিক্রিয়া দেখিবার যোগ্য হইবে!

আসুন, এখন আমরা ইসলামী পরিভাষা সমূহ এবং ইসলামী শায়ায়ের (আচার-অনুষ্ঠান ও নিদর্শণসমূহ) সম্পর্কিত বিষয়াবলী সম্বন্ধে কিছুটা বিস্তারিতভাবে অনুসন্ধান ও পর্যালোচনা করিয়া দেখি।

সর্ব প্রথম বিবেচনার বিষয় হইল এই যে, সুপরিচিত ইসলামী পরিভাষাসমূহের উপর কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী কাহার বা কাহাদের ইজারাদারী বা মালিকানা সত্ব আছে? এবং কুরআন করীমের কোথায় অমুসলিমদিগকে ঐ সকল পরিভাষা ব্যবহারে বাধাদান করা হইয়াছে? এবং এইরূপ অপরাধের কি শাস্তি বিধান করা হইয়াছে? যদি বাধা-নিষেধ আরোপ করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে কোন্ কোন্ ব্যক্তির উপর বাধা-নিষেধ আরোপ করা হইয়াছে? যে ব্যক্তি কুরআন করীমকে অবশ্য পালনীয় বলিয়া বিশ্বাস করে. তাহার উপরও কি বাধা আরোপ করা হইয়াছে?—যদিও সে ব্যক্তি অন্যান্য ফের্কার দৃষ্টিতে পাকা কাফের বরং কাফেরদের চাইতেও নিকৃষ্ট বরং তাহাকে কাফের বলাতেও অন্যান্য কাফেরদের অবমাননার কারণ হয়। তেমনি পবিত্র কুরআন যদি সত্য সত্যই এরূপ কোন বাধা-নিষেধ আরোপ করিয়া থাকে, তাহা হইলে এ বিষয়ে ফয়সালা করার দায়িত্ব বা অধিকার কাহার উপর ন্যাস্ত করে? জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠদের উপর, অথবা উলেমাদের উপর? যদি উলেমাদের উপর ন্যস্ত করে, তবে কি প্রত্যেক ফের্কার উলেমার উপর, না কতকজনের উপর? তেমনিভাবে এ বিষয়টিও বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া দেখা হউক যে যদি ইহা প্রমাণিত হয় যে. প্রতিটি ফের্কার সর্বস্বীকৃত উলেমা প্রতিটি অপর ফের্কার সম্বন্ধে এই স্পষ্ট ও খোলাখুলি ফতোয়া দিয়া রাখিয়াছেন যে, তাহারা কুরআন ও সুন্নাকে অবশ্যমান্য ও পালনীয় বলিয়া মানা সত্বেও পাকা কাফের বরং কাফের ও মুশরেকদের চাইতেও নিকৃষ্ট,—তাহা হইলে এহেন অবস্থায় কোন্ ফের্কার আলেমদের ফতোয়া কার্যকরী হইবে এবং কাহাদের হইবে না?

এই প্রশ্নটির উত্তর দিতে হইলে অনিবার্যরূপে কুরআন ও সুন্নাহ হইতে সনদ পেশ করিতে হইবে।

যদি বিবাদ নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে ইহা স্বীকার করিয়া নেওয়া হয় যে, প্রত্যেক ফের্কার উলেমাকে কুরআন করীম এই হক্ বা অধিকার দান করে এবং কোন পার্থক্য করে না, তাহা হইলে ইহাও অনিবার্যরূপে মানিতে হইবে যে, এই অবস্থায় কোন মুসলমান ফের্কার পক্ষেই ইসলামী পরিভাষা সমূহ (ইস্তিলাহাত) ব্যবহার করার অধিকার কার্যকরী করা অসম্ভব। কারণ, অমুসলিমদের তো এমনিতেই অধিকার নাই, অপরদিকে মুসলমান বলিয়া আখ্যায়িত কোন ফের্কারও এজন্য অধিকার থাকিবে না যে প্রত্যেক ফের্কার উলামা নিজদিগকে মুসলমান বলিয়া অপর সকল ফের্কাকে পাকা কাফের বরং কাফেরগণ অথবা মুশরেকগণ অপেক্ষাও নিকৃষ্ট বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

মোটকথা, "অমুসলিম"কে ইসলামী পরিভাষা সমূহ ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হউক, অথবা মুসলিমকেই নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হউক, এই বাস্তব সত্যটি স্ব স্থানে অটল থাকিবে যে, ধর্মীয় পরিভাষা প্রণয়ন ও প্রবর্তনের অধিকার কেবল সংশ্লিষ্ট ধর্মের কিতাব এবং ওয়াজেবুল ইতায়াত রসুলেরই হইয়া থাকে, আর কাহারও না। সুতরাং ঐ সকল লোক যাহারা কুরআন ও সুন্নাহ্‌কে ওয়াজেবুল ইতায়াত বলিয়া বিশ্বাস করেন তাহাদিগকে যখন কুরআন ও সুন্নাহ্‌র পরিভাষাগুলি ব্যবহারে বারণ করা হইবে, তখন তাহাদের ব্যবহারার্থে পরিভাষা-সমূহ আবিষ্কার করিয়া দিবে কে? এবং ঐ সকল রচিত পরিভাষা মানিতে তাহাদিগকে কোন এলাহী ফরমান অনুযায়ী বাধ্য করা যাইবে?

আপনারা কোন ব্যক্তিকে মুসলিম বলুন অথবা অমুসলিম, কাফের বলুন অথবা গয়ের কাফের, কুরআন করীমে ঈমান আনয়নে আপনারা কোন ব্যক্তিকেই কোনক্রমে বাধাদান করিতে পারেন না। কেননা স্বয়ং কুরআন করীম এই অধিকার তাহাকে দান করিতেছে :—

فمن شاء فليؤ من شاء فليكفر (الكهف : ٣٠)

অর্থাৎ, "সুতরাং যাহার ইচ্ছা হয় সে ঈমান আনুক এবং যাহার ইচ্ছা হয় সে কুফর বা অস্বীকার করুক।"

আরও বলিয়াছে : لا اكراه فى الدين

অর্থাৎ, "ধর্মের বিষয়ে কোন জবরদস্তি বা বল প্রয়োগ নাই।"

فمن اهتدى فانما يهتدى لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها - (يونس : ١٠٩)

অর্থাৎ "যে কেহ হেদায়েত গ্রহণ করে সে নিজে নিজের হিতার্থে হেদায়েত গ্রহণ করে এবং যে কেহ বিপথগামী হয় সে নিজে নিজের স্বার্থের বিরুদ্ধে বিপথগামী হয়।'

কুরআন করীমের এই খোলাখুলি ঘোষণার পরে কুরআন ও রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান আনয়নে আপনি কিরূপেই বা বাধাদান করিতে পারেন? বরং যদি কুরআন করীমে এই সকল ইরশাদ নাও থাকিত, তথাপি কোন কিতাব বা রসুলের উপর কাহাকেও ঈমান আনিতে বাধা দেওয়ার কোন অধিকার কাহারও নাই। যখন ঈমান আনিতে বাধা দেওয়া যায় না তখন ঈমান অনুযায়ী কর্মানুষ্ঠানে বাধাদান করা বিস্ময়কর নয় কি?!

ইসলামী শায়ায়ের (আচার-অনুষ্ঠান ও নিদর্শনসমূহ) অপরেও যদি অবলম্বন করে তথাপি কোন মুসলমানের মনঃকষ্টের কারণ হইতে পারে না :

"ইসলামী শায়ায়ের" (আচার-অনুষ্ঠান ও নিদর্শনসমূহ) বস্তুতঃ এমন নহে, যেগুলি ব্যবহার বা অবলম্বনে নায়ুযুবিল্লাহ্ ইসলামের জন্য অবমাননাকর অথবা কাহারও মনঃকষ্টের কারণ হইতে পারে। যতদূর ঐ সকল লোকের সম্পর্ক যাহারা কুরআনী শরীয়তে ঈমান

রাখে না—সত্য কথা এই যে এইরূপ অমুসলিমরাও যদি ইসলামের মনোরম ও হৃদয়-গ্রাহী শিক্ষায় প্রভাবিত ও আকৃষ্ট হইয়া উহার কোন অংশ বিশেষ মানিয়া চলার ও পালন করার ফ'সালা গ্রহণ করে তাহা হইলে কে-ই বা তাহাদিগকে সেই কল্যাণকর পদক্ষেপ গ্রহণে বাধাদান করিতে পারে? সুতরাং কোন অমুসলিম যদি ইসলামী শিক্ষা সমূহের সবগুলি আথবা আংশিক অবলম্বন করে, তাহা হইলে ইহা একজন সত্যিকার মুসলমানের জন্য মনঃকষ্টের পরিবর্তে বরং আনন্দের কারণ হওয়া উচিত। সামান্য বিচার-বিবেচনা করিলেই বিষয়টি সুস্পষ্ট হইয়া উঠে যে, যদি কোন ধর্মের আচার অনুষ্ঠানসমূহ অপরাপর ধর্মাবলম্বীগণ গ্রহণ করিলে ভাবানুভূতিতে আঘাত লাগার আশঙ্কা থাকে তাহা হইলে সর্বপ্রথম এই প্রকারের আঘাত লাগার দাবী ইহুদীরা পেশ করিত যাহারা মুসলমানদের প্রাণের শত্রু ছিল এবং এখনও আছে। ইহা কি যথার্থ ও বাস্তব সত্য নয় যে, খৎনা করানো, জবেহ করা হালাল গোস্ত খাওয়া, দাড়ি রাখা ইহুদী ধর্মের শায়ায়ের ছিল এবং এখনও আছে—তাহাদের এই সকল শায়ায়ের মুসলমানেরাও গ্রহণ করিয়া লইয়াছেন। উক্ত প্রস্তাবিত দাবীনামাকে ভিত্তি করিয়া যদি ইস্রাইলে অবস্থিত নিরুপায় ও উৎপীড়িত মুসলমানদিগকে আইনবলে নিষেধ করিয়া দেওয়া হয় যে, তাহারা নিজেদের সন্তানদের খৎনা করাইতে পারিবে না, হালাল গোস্ত খাইতে পারিবে না ইত্যাদি, তাহা হইলে এরূপ অত্যাচার-মূলক আইনের জন্য মুসলিম জাহান কি উত্তেজিত ও উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিবে না? সুতরাং এই প্রকারের দাবীনামা, চিন্তাধারা অথবা ফয়সালাসমূহের দ্বারা ইসলামের আদৌ কোন খেদমত সাধিত হইতে পারে না বরং ভয়াবহ ও ভয়ঙ্কর ভাব-উচ্ছাসের পথই খুলিবে।

পরিভাষাসমূহ – যেগুলি ব্যবহারে খোলাখুলিভাবে ভাবানুভূতিতে আঘাত লাগে?

আলোচ্য দাবীনামায় ইহাও বলা হইয়াছে যে নবী, রসুল, সাহাবী, উম্মুল মুমেনীন, আহ্‌লে বয়েত, আলাইহিস সালাম, রাজিয়াল্লাহু আনহু, মসজিদ এবং আজান ইত্যাদি কেবল মুসলমানদের জন্যই নির্দিষ্ট। এ সম্পর্কে একান্ত বিনয়ের সহিত আরজ এই যে, প্রকৃতপক্ষে এইরূপ নহে। নবী-রসুল পরিভাষা দুইটি খ্রীষ্টানরা সাধারণ ভাবে ব্যবহার করিয়া থাকে অথচ তাহারা মুসলমান নয় এবং ইসলামকে তাহারা সত্য ধর্ম বলিয়াও মনে করে না। কিন্তু আহ্‌মদীরা কুরআন ও সুন্নাহ্‌ ব্যতীত অন্য কোন শরীয়তের উপর ঈমান রাখে না।

"আলাইহিস সালাম"—ইহা একটি দোওয়া। এবং ইহা যে শুধু নবীদের জন্যই নির্দিষ্ট একথা বলা এজন্য সঠিক নয় যে, নামাযের মধ্যে বেআমল মুসলমানও আত্তাহিইয়াতে বসিয়া 'আসসালামু আলাইকা ইয়া আইয়ুহান নবীয়ু·····আসসালামু আলাইনা···" পাঠ করিয়া থাকে। অন্য কথায়, হযরত রসুলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহিস ওয়া সাল্লামের সহিত নিজেকে দোওয়াতে শরীক করিয়া নেয়—"হে রসুল! আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হউক এবং আমার বা আমাদের উপরও শান্তি বর্ষিত হউক।"

শিয়ারা তাহাদের গয়ের নবী ইমামগণের জন্য 'আলাইহিস সালাম' পরিভাষাটি ব্যবহার করিয়া থাকেন। তেমনিভাবে ইসলামী গ্রন্থাবলীতে আরও ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। —গয়র নবীদের জন্য 'আলাহিস সালাম' লিখিত হইয়াছে। যেমন, মৌলানা ইসমাইল শহীদ আলাইহিস সালাম (খোৎবা ইমারত, পৃঃ ১৩) হযরত আবু তালেব আলাইহিস সালাম (চৌদা সিতারে, পৃঃ ৮, মৌলবী নাজমুল হাসান কারারভী-পিশাওয়ার প্রণীত; আনওয়ারে আসফিয়া, পৃঃ ১৮ ও পৃঃ ৩২৪)। এতদ্ব্যতীত, সারওয়ারে আযিযী (ফাতাওয়া আযিযীর অনুবাদ), ১ম খণ্ড, ১১৫ পৃষ্ঠায় হযরত আবদুল হাই সাহেব ফিরিঙ্গী মহল্লী লিখিয়াছেন যে, 'গয়ের নবীদের ক্ষেত্রে 'আলাইহিস সালাম' বাক্যটির প্রয়োগ কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী সপ্রমাণিত।'

যতদূর আহমদীদের সম্পর্ক, তাহারা তো অধিকতর সঙ্গত কারণে উক্ত বাক্য ব্যবহার করার হক্ রাখে। কেননা তাহারা নিজেদের জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ সাহেবকে গয়ের তশরিয়ী উম্মতি নবী বলিয়া স্বীকার করে এবং তাহাদের এই হক্ আইনগত সংবিধানে স্বীকৃত। সেজন্য 'আলাইহিস সালাম' পরিভাষাটি ব্যবহার করার আহমদীদের আইনানুগ হক্ আছে। যখন নবী মানার হক্ আছে এবং যাহারা মানে নাই তাহাদের ইহাতে মনঃকষ্ট হওয়ার কারণ নাই—সেজন্য যাঁহাকে তাহারা নবী মানে তাঁহার জন্য 'আলাইহিস সালাম' সম্বলিত দোওয়াটি করার হক্ কেন থাকিবে না? কবুল করা বা না করা খোদাতায়ালার কাজ। কোন দোওয়ার দ্বারা কাহারও মনঃকষ্ট কিরূপে সাধিত হইতে পারে? ইহা বিস্ময়কর ব্যাপার যে, এক দিকে তো নিজেদের বুজুর্গানকে নবী বলিয়া বিবেচনা করিয়াও তাহাদের পক্ষে সেই দোওয়াটি করার অনুমতি নাই যাহা নবী বরং গয়ের নবীর জন্যও করা যাইতে পারে, আর অন্য দিকে অপরের বুজুর্গানকে গাল-মন্দ দেওয়ারও অধিকার আছে এবং ইহাতে কাহারও মনঃকষ্ট হইবে না, অথবা হয়ত মনঃকষ্টের জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং সংখ্যালঘুত্বের পরিমাপ ভিন্ন ভিন্ন। যদি তাই হয় তাহা হইলে কুরআন ও সুন্নাহর কোথায় ইহার উল্লেখ আছে?

সাহাবী ঃ

'সাহাবী' শব্দের যতদূর সম্পর্ক, এই শব্দটি অথবা 'আসহাব' শব্দটি নিঃসন্দেহে সেই সকল সৌভাগ্যশালী বুজুর্গান সম্বন্ধে বলা হয় যাহারা হযরত রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কল্যাণময় সাহচর্য লাভ করিয়াছিলেন কিন্তু ইহার অর্থ এ নয় যে, এই শব্দ দুইটি শুধু সেই অর্থ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। সুতরাং স্বয়ং আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মুসলিম উম্মায় আগমনকারী প্রতিশ্রুত মসীহ্‌র সাথীদের জন্য 'আসহাব' শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন। হাদীস শরীফের সুবিখ্যাত কিতাব 'সহী মুসলিমে'র ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২২৫৪ (বৈরুতে মুদ্রিত) দ্রষ্টব্য, যেখানে এই শব্দগুলি আসিয়াছে :— عيسى نبى الله و اصحابه

অর্থাৎ—আল্লাহর নবী ঈসা এবং তাঁহার 'আসহাব' (তথা সাথীগণ)।

তারপর কুরআন করীম অধ্যয়নের দ্বারা এই শব্দটির সাধারণ প্রয়োগের বহু উদাহরণ সামনে উপস্থিত হয়। যেমন, আসহাবে কাহ্‌ফ, আসহাবুল ফিল, আসহাবুল উখ্‌দুদ, আসহাবে মাদইয়ান ইত্যাদি। আবার বহু স্থলে এ শব্দটি আসহাবুল জান্নাহ্‌, আসহাবুল ইয়ামীন, আসহাবুশ্‌ শিমাল, আসহাবুল কুবুর—'ইযাফতের' সহিত ব্যবহৃত হইয়াছে। সাহাবী অথবা আসহাব শব্দদ্বয়ের সার্বিক অর্থ উহাদের 'মুযাফ ইলাইহের' সহিত মিলিত হইয়াই প্রকাশ পায়। হযরত জায়াফার সাদেকের সাথীদিগকে 'সাহাবী' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে (চৌদা সিতারে, পৃঃ ২৫৬ দ্রষ্টব্য)। হযরত শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রাহঃ) তাঁহার সাথীদের সম্পর্কে বলিয়াছেন ঃ' 'আলহামা বায়াযা আসহাবানা।'' (অর্থাৎ ''আল্লাহ আমার কোন কোন 'আসহাবে'র প্রতি 'এলহাম' করিয়াছেন।'')

(আল-দুররুসসামীনে ফি মুবাশ্বিরাতিন-নবীয়েল আমীনে, পৃঃ ৪)

আহমদীগণ যেহেতু হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ সাহেবের আগমনকে হযরত ঈসার দ্বিতীয় আগমন স্বরূপ স্বীকার করেন সেজন্য তাঁহার সাথীদিগের জন্য 'সাহাবা' শব্দের প্রয়োগ ইসলামী শিক্ষা এবং আহমদীয়া আকায়েদ অনুযায়ী তাঁহাদের জন্য আবশ্যকীয়, এবং তাহাদিগকে কখনও তাহাদের নিজেদের আকীদার বিরুদ্ধে চলিতে বাধ্য করা যাইতে পারে না।

উম্মুল-মুমেনীন ঃ

ইহাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই যে এ পরিভাষাটি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পুণ্যবতী স্ত্রীগণের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে কিন্তু ইহা সত্বেও এ শব্দটির প্রয়োগ অপরাপর বুজুর্গ মহিলাগণের জন্যও ইসলামী লিটারেচারে সপ্রমাণিত। যেমন, ''ইসতিলাহাতিল-উলুমিল-ইসলামীয়া'' নামক (শায়খ মোহাম্মদ আ'লা বিন আলী থানভী প্রণীত, বৈরুতে মুদ্রিত) পুস্তকে এ শব্দটির সাধারণ প্রয়োগ ও ব্যবহার সম্পর্কিত সারগর্ভ তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনা মওজুদ আছে। তেমনিভাবে পীরানে-পীর হযরত আবদুল কাদের জীলানী (রহঃ)-এর মাতার জন্য ''উম্মুল-মুমেনীন'' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। কিতাব ''গুলদাস্তা কিরামাত'' (হযরত শেয়খ মোহাম্মদ সাদেক আল-শীবানী প্রণীত 'তাজকিরা গৌসিয়া'র উর্দু তরজমা) পৃঃ ১৮, দ্রষ্টব্য। এতদ্ব্যতীত, হযরত সৈয়্যদ আহমদ বিন মোবারক কিরমানী প্রণীত গ্রন্থ ''সেইয়ারুল আওলিয়া''-তে উল্লেখ আছে যে, হযরত খাজা ফরিদউদ্দীন শাকারগঞ্জ (রাহঃ) তাঁহার খলিফা হযরত জামালুদ্দীন হাঁন্সির একজন খাদিমা ও কুনিজ (দাসী)-কে ''উম্মুল-মুমেনীন'' বলিয়া ডাকিতেন। স্বয়ং পাকিস্তানে ''মাদারে মিল্লাত'' পরিভাষা ব্যবহৃত আছে, যাহা 'উম্মুল-মুমেনীন'-এরই পার্সী রূপ মাত্র। কিন্তু এই আলোচ্য বিষয়টি এই ব্যাখ্যা ব্যতিরেকে অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে যে আহমদীগণ ''উম্মুল-মুমেনীন'' শব্দটি যখন হযরত মির্যা গোলাম আহমদ আলাইহিস সালামের পুণ্যবতী স্ত্রীর ক্ষেত্রে ব্যবহার করে তখন কোন সাধারণ জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিও ইহার অর্থ এই বলিয়া মনে করে না যে, হযরত মির্যা গোলাম আহমদ আলাইহিস সালামকে যাহারা অস্বীকার করেন এ শব্দটির দ্বারা নায়ুযুবিল্লাহ হযরত ''উম্মুল মুমেনীন'' তাহাদেরও রুহানী মাতা বলিয়া বুঝায়। আহমদীগণ তাঁহাকে

কেবল হযরত মির্যা গোলাম আহমদ আলাইহিস সালামের উপর ঈমান আনয়নকারীদের অর্থাৎ আহমদীদের রুহানি মাতা বলিয়া অভিহিত করে। তাঁহাকে যাহারা অস্বীকার করেন তাঁহাদের রুহানী মাতা বলিয়া অভিহিত করে না। সুতরাং এ কথায় কাহারও মনঃকষ্ট বিস্ময়কর নয় কি ?!

মসজিদ ও আজান ঃ

মসজিদ ও আযান শব্দদ্বয় কেবল মুসলমানদের জন্য নির্দিষ্ট নয়, বরং কুরআন করীমে খোদাতায়ালা স্বয়ং খ্রীষ্টানদের উপাসনালয়গুলিকে মসজিদ নাম দিয়াছেন এবং হযরত রসুল মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম স্বয়ং একজন অমুসলিম বালকের দ্বারা আযান দেওয়াইয়াছেন, যাহার উল্লেখ হাদীসগ্রন্থ 'আবু দাউদে' 'কিতাবুল আযান' শিরোনাম যুক্ত অধ্যায়ে পাওয়া যায় যে হুনাইনের যুদ্ধ হইতে ফিরা কালীন আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম একজন কাফের (অবিশ্বাসী)-কে আযান শিখাইলেন এবং তাহাকে আযান দেওয়ার জন্য ইরশাদ করিলেন। এবং যখন সে সুললিত উচ্চকণ্ঠে আযান দিল, তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাহাকে পুরস্কার প্রদান করিলেন। সে ব্যক্তির নাম ছিল 'আবু মাহযুরা'—যিনি পরবর্তীকালে মুসলমান হইয়াছিলেন।

ইহা সর্বস্বীকৃত সত্য যে, পাকিস্তানী খ্রীষ্টান, হিন্দু অথবা পার্সীগণ ইসলামকে সত্য ধর্ম বলিয়া জ্ঞান করেন না, সেজন্যই তাহারা ইসলামী শায়ায়ের (আচার-অনুষ্ঠান) গ্রহণে কোন ঔৎসুক্য বা গর্ব বোধ করেন না। তাহারা মনে করেন যে তাহাদের নাজাত বা পরিত্রাণ খৃষ্ট-ধর্ম অথবা হিন্দু-ধর্ম ইত্যাদিতেই নিহিত আছে। পক্ষান্তরে যেমন ইতিপূর্বেও সবিস্তারে ব্যক্ত করা হইয়াছে আহ্‌মদীগণ হইল ইসলামে বিশ্বাসী এবং তাহারা একমাত্র ইহাতেই কামেল ঈমান রাখে এবং হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ সাহেবের দাবীকে সত্য বলিয়া স্বীকার করার বিষয়টিও ইসলামী শিক্ষার সহিত সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ বলিয়া মনে করে। তাছারা তাহাদের এই আকীদাকে তাহারা নিজেদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির কারণ বলিয়া মনে করে। তাহারা বিশ্বাস করে যে তাহাদের নাজাত বা পরিত্রাণ এই আকীদাতেই নিহিত। তাহাদের ইবাদতসমূহ কেবল তাহাই যাহা কুরআন ও সুন্নাহ্ হইতে সপ্রমাণিত। কুরআন ও সুন্নাহ্‌কে নিজেদের জন্য ওয়াজেবুল-ইতায়াত তথা অবশ্য মান্য ও পালনীয় বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস রাখে বলিয়া তাহারা শরীয়তমূলে কুরআন ও সুন্নাহ্ প্রবর্তিত পরিভাষাসমূহ ব্যতীত তাহাদের আকীদার সম্পূর্ণ পরিপন্থি অন্য কোন পরিভাষা ব্যবহার বা অবলম্বন করার কোন এখতিয়ার বা অধিকারই রাখে না। সুতরাং ইহুদী, খ্রীষ্টান ও হিন্দুরা যেমন কুরআন ও সুন্নাহ্‌কে মিথ্যা বলিয়া বিশ্বাস করে, আহ্‌মদীদিগকে যতক্ষণ পর্যন্ত জবরদস্তি ও বলপূর্বক নায়ুযুবিল্লাহ্ সেইরূপে ঝুট ও মিথ্যা বলিয়া বিশ্বাস করিতে বাধ্য করা না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তাহাদিগকে কুরআন ও সুন্নাহ্ পালনে বাধাদানের অধিকার কাহারও নাই।

আহ্‌মদীরা আইনের (অর্থাৎ পকিস্তানের ১৯৭৩ সনের সংবিধানের) বরখেলাপ চলে সেই জন্য তাহারা দণ্ডনীয়—এইরূপ ধারণা মোটেই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। ইতিপূর্বেও যেমন কিছুটা বিস্তারিত ভাবে বলা হইয়াছে আহমদীরা সর্বান্তঃকরণে হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে ওয়াজেবুল-ইতায়াত বলিয়া সুনিশ্চিত বিশ্বাস রাখে এবং তাহারা নিজেদের আকীদা ও ঈমান অনুযায়ী কুরআনী শরীয়ত পালন করিয়া চলিতে বাধ্য। রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নবুওতে তাহাদের ঈমান অনড় ও অবিচল। সেজন্য তাহাদের এই ধর্মের নাম আপনারা যাহা ইচ্ছা

রাখুন—উক্ত সংবিধানের আর্টিক্যাল নং ২০ অনুযায়ী আহমদীদের এই অধিকার হাসিল আছে যে, তাহারা যে ধর্মের (ইসলাম) উপর বিশ্বাস রাখে সেই ধর্ম তাহারা স্বাধীনভাবে মানিয়া ও পালন করিয়া যাইতে পারে। আহ্‌মদীরা নিজদিগকে নিজেদের মুখে 'অমুসলিম' বলিতে পারে না। ইহা শুধু এমতাবস্থায়ই সম্ভব, আহমদীরা যদি নায়ুযুবিল্লাহ্‌ ইসলামকে একটা মিথ্যা ধর্ম বলিয়া জ্ঞান করে। দেশের আইন তাহাদিগকে আইনগত সংশোধনী অনুযায়ী অমুসলিমদের সহিত নিজেদের ভোট প্রণয়নের অনুমতি দান করে, কিন্তু আহ্‌মদীরা তদ্রুপ করে নাই। একমাত্র খোদাতায়ালার রেজামন্দী ও সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তাহারা নিজেদের আইনানুগ অধিকার হইতে নিজদিগকে স্বেচ্ছায় ও সচ্ছন্দে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে। সুতরাং ইসলাম ও তৌহীদ এবং রিসালতের প্রতি অস্বীকারের পরিবর্তে আহমদীরা যে তাহাদের নাগরিক অধিকার সমূহ হইতে বঞ্চিত হওয়া গ্রহণ করিয়া লইয়াছে—ইহাকে আইন ভঙ্গ বলিয়া অভিহিত করা তাহার পক্ষেই শোভা পায় যে আইনের ক-খ-এর সহিতও পরিচয় রাখে না। এতদ্ব্যতীত, কাহাকেও যদি তাহার মৌলিক ও মানবীয় এবং আইনানুগ অধিকার হইতে শুধু এ জন্য বঞ্চিত থাকিতে বাধ্য করা হয় যে সে তাহার ঈমান ও আকীদার বিরুদ্ধে স্বীকারুক্তি করে না, তাহা হইলে ইহা হইতেছে তাহার জন্য এক পরম শাস্তি, যাহা তাহাকে সত্য বলার অপরাধে প্রদান করা হইতেছে। এই শাস্তিভোগকে অপরাধ হিসাবে সাব্যস্ত করিয়া তাহার জন্য নবতর শাস্তি বিধানের দাবী উত্থাপন করিয়া মানুষের প্রতি অন্যায় ও অবিচারের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সংযোজন করা হইতেছে। এ অধ্যায়টিকে উজ্জ্বল বলিব, না ভীষণ অন্ধকারময়—সে ফয়সালাও দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনে বদলাইয়া যায়। একজন মুসলমানের দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখিলে ইহার কি ফল দাঁড়াইবে—তাহা একমাত্র আল্লাহ্‌তায়ালাই উত্তম জানেন।

আহ্‌মদীরা কেন নিজেকে অমুসলিম বলিয়া স্বীকার করে না? ইহার কারণ একমাত্র এই যে তাহাদের এরূপ করিবার একেবারেই কোন এখতিয়ার নাই। যদি কোন গণতান্ত্রিক সংখ্যাগরিষ্ঠের এই অধিকার থাকে যে, তাহারা কোন গণতান্ত্রিক সংখ্যালঘুর ধর্মের নাম রাখিতে পারে, তাহা হইলে সেই সংখ্যালঘুও নিজেদের নাম তাহাদের আকায়েদ বা ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী রাখিতে পারে এই অধিকার তাহাদের কেন থাকিবে না? কিন্তু গণতান্ত্রিক চাহিদাসমূহকে উপেক্ষা করিলেও উল্লিখিত ব্যাপারে আহ্‌মদীদের কোন এখতিয়ার নাই। যতক্ষণ পর্যন্ত তাহারা কুরআন করীমকে প্রত্যাখ্যান না করে ততক্ষণ পর্যন্ত তাহারা অনিবার্যরূপে ঐ নামটি পরিবর্তন করার অধিকার রাখে না, যাহা কুরআন করীম স্বয়ং উহার অনুগামীদিগকে প্রদান করে। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত কোন দেশে এরূপ কোন কানুন জারী করা না হয় যে সেই দেশের সংবিধান যে ব্যক্তিকে অমুসলিম বলিয়া নির্ধারণ করে সে ব্যক্তি কুরআন করীমকে কালামে ইলাহী বলিয়া বিশ্বাস করিবার এবং উহাকে অবশ্যমান্য ও পালনীয় আখেরী শরীয়ত বলিয়া নির্ধারণ ও ঘোষণা করিবার অধিকার হইতেও বঞ্চিত, ততক্ষণ পর্যন্ত তাহাকে স্বয়ং তাহার অবশ্যমান্য ও পালনীয় শরীয়তের খোলাখুলি বিরুদ্ধাচরণ করিতে বাধ্য করা যায় না। সুতরাং আহ্‌মদীদিগকে তাহাদের আকীদার বিপরীত অন্য কিছু বলিয়া সাব্যস্ত করার অধিকার যদি সংখ্যাগরিষ্ঠদের থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে আহ্‌মদীরা অধিকতররূপে নিজেদের আকীদা অনুযায়ী নিজদিগকে সাব্যস্ত ও প্রতিষ্ঠিত করার অধিকার রাখে। ইহাকে আইনভঙ্গ বলিয়া অভিহিত করা বিদ্রুপ বই আর কিছুই নয়।

প্রকাশনা : নিযারত ইশায়াত, রাবওয়া।
বঙ্গানুবাদ :—মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ

জামাতের উদ্দেশ্যে
সৈয়দনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে (আইঃ)-এর
তাজা উপদেশবাণী

২৮শে এপ্রিল '৮৪ইং, রাবওয়া—সৈয়দনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আইয়্যাদাহুল্লাহুতায়ালা) ইশার নামাযের পর মসজিদে-মোবারকে সমবেত আহ্বাবের সম্মুখে জামাতের উদ্দেশ্যে নিম্নরূপ উপদেশ-বাণী প্রদান করেন :—

"আমি আপনাদিগকে ধৈর্য ধারণে উদ্বুদ্ধ করিতে চাই। স্মরণ রাখিবেন, সর্বাপেক্ষা বড় শক্তি হইল ধৈর্য ধারণের শক্তি, যাহা ইলাহী জামাত সমূহকে দান করা হইয়া থাকে। ইহা এমনই শক্তি, যাহার মোকাবেলা কেহই করিতে পারে না।

ধৈর্য মানুষকে দোওয়ায় মনোযোগী করে এবং দোওয়াতে শক্তির সৃষ্টি করে এবং ইলাহী জামাতের সহণশীলতা রুহানীয়তে পরিবর্তিত হইতে থাকে। সেই দিক হইতে আমি দেখিতেছি যে জামাত আহমদীয়া এক নুতন রুহানী যুগে প্রবেশ করিতেছে। সুতরাং যে দুঃখ আপনারা পাইয়াছেন ইহার হেফাজত করুন এবং ইহাকে বেদনা ভরা দোওয়ায় রুপান্তরিত করিতে থাকুন। যদি আপনারা এরূপ করেন, তাহা হইলে আপনাদের দোওয়া ও কাতরোক্তির দ্বারা আরশে-ইলাহীর পায়া সকল কম্পিত হইতে থাকিবে! সুতরাং এই দুঃখের হেফাজত করুন এবং ইহাকে কখনও প্রশমিত হইতে দিবেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত না খোদাতায়ালার তকদীর স্বয়ং ইহাকে আনন্দে পরিবর্তিত করিয়া দেয়। যদি আপনারা এরূপ করেন, তাহা হইলে আমি খোদা-তায়ালার শপথ করিয়া বলিতেছি যাঁহার হাতে আমার জান আছে দুনি-য়ার সকল শক্তি মিলিত হইয়াও আপনাদিগকে পরাজিত করিতে পারিবে না! পরিণামে আপনারাই সফলকাম হইবেন। (দৈনিক আল-ফজল, ৪ঠা মে ১৯৮৪ইং)

অনুবাদ : মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ, (সদর মুরুব্বী)

"তোমরা যদি চাহ যে, স্বর্গে ফেরেস্তাগণও তোমাদের প্রশংসা করুক, তবে তোমরা প্রহার ভোগ করিয়াও সদানন্দ রহিবে, কুবাক্য শুনিয়াও কৃতজ্ঞ রহিবে। নিজেদের ইচ্ছার বিফলতা দেখিয়াও আল্লাহর সহিত তোমাদের সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করিবে না। তোমরাই আল্লাহ-তায়ালার শেষ ধর্মমণ্ডলী। সুতারাং পুণ্যকর্মের এমন দৃষ্টান্ত দেখাও, যাহা হইতে আর উৎকৃষ্টত দৃষ্টান্ত হওয়া সম্ভব নয়।" (কিশ্‌তি-এ-নূহ পৃঃ ২৯)

—হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)

সংবাদঃ

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) বহির্বিশ্বে 'দাওয়াত-ইলাল্লাহ'-এর উদ্দেশ্যে সফররত আছেন

সৈয়্যদনা খলিফাতুল মসীহ রাবে' হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ) বহির্বিশ্বে তবলীগে-ইসলামের উদ্দেশ্যে পূর্ব নির্ধারিত সফর-সূচী অনুযায়ী আল্লাহতায়ালার ফজলে বিগত ২৯শে এপ্রিল '৮৪ইং রাবওয়া (পাকিস্তান) হইতে রওয়ানা হইয়া মঙ্গলমত লণ্ডন পৌঁছিয়াছেন। হুজুরের সঙ্গে রহিয়াছেন হযরত সৈয়্যদা বেগম সাহেবা এবং অন্যান্য আহলে-কাফিলা। হুজুর (আইঃ) কয়েক মাস ব্যাপী ইউরোপ আফ্রিকার বেশ কয়েকটি দেশে বিস্তৃত আহমদীয়া জামাতসমূহও সফর করিবেন।

আহবাবে-জামাত সকাতরে দোওয়া জারি রাখিবেন, আল্লাহতায়ালা যেন স্বীয় অপার অনুগ্রহক্রমে হুজুরের হাফেজ ও নাসের হন এবং দ্বীনে-হক্ক ইসলামের প্রতিশ্রুত বিজয়ের লক্ষ্যে গৃহীত তাঁহার সকল উদ্যোগ ও কার্যক্রমে অসাধারণ বরকত ও কল্যাণ এবং সাফল্য দান করেন। আমীন।

(দৈনিক আল-ফজল)

পাকিস্তানে আরও একজন আহ্‌মদীর শাহাদত বরণ

শুক্কুর, যেকবাবাদ ও শিকারপুর জিলাত্রয়ের আহ্‌মদীয়া জামাত সমূহের আমীর মোহতারম কুরায়শী আবদুর রহমান সাহেব ১লা এপ্রিল রাত্রি প্রায় সাড়ে সাত ঘটিকায় শুক্কুর শহরস্থ আহ্‌মদীয়া মসজিদে মাগরিবের নামাজ আদায়ের পর গৃহের দিকে ফিরার পথে একদল আক্রমনকারীর দ্বারা প্রথমে পিছন দিক হইতে তারপর সম্মুখ দিকে হইতে আক্রান্ত হইয়া ছুরিকাঘাতে অকুস্থলেই শাহাদত বরণ করেন। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না-ইলাইহে রাজেউন। ওফাতের পর তাঁহার দেহে চৌদ্দটি জখম দেখিতে পাওয়া যায়। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ছিল ৭৩ বৎসর।

২রা এপ্রিল মরহুমের নামায-জানাযা তাঁহার বাসভবনে আদায় করা হয়। তারপর, যেহেতু তিনি মূসী (ওসিয়তকারী) ছিলেন সেজন্য তাঁহার জানাযা যানবাহন যোগে রাবওয়া লইয়া যাওয়া হয়। সেখানে ৩রা এপ্রিল ভোর বেলায় রাবওয়াবাসী বিপুল সংখ্যক আহ্‌মদী মরহুমের নামায-জানাযায় শরীক হন। তারপর তাঁহাকে কবরস্থান নং ১-এ আমানত হিসাবে সমাহিত করা হয়।

তিনি দুই কন্যা (বিবাহিতা) এবং ছয় পুত্র রাখিয়া যান। পুত্রদের মধ্যে মৌঃ মোবারক আহ্‌মদ সাহেব হইলেন সেলসেলার একজন মুরুব্বী। আমাদের কাতর প্রার্থনা, আল্লাহ্‌তায়ালা মরহুমকে জান্নাতুল ফেরদৌসে উচ্চ দর্জা প্রদান করুন এবং তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবার বর্গকে উত্তম উপায়ে ধৈর্যধারণের তওফিক দান করুন; রাহে-আল্লাহ্‌ মরহুমের কুরবানী কবুল করুন। আমীন

(আল-ফজল ৪ঠা এপ্রিল ১৯৮৪ ইং)

সংকলন—মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ,

মর্মন্তুদ শোক-সংবাদ !

হায়! মোহতারম আলী কাসেম খান চৌধুরী আর ইহজগতে নাই!!

অত্যন্ত দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে, এই মর্মন্তুদ শোক-সংবাদটি জানাইতে হইতেছে যে, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার নায়েব আমীর (আওয়াল) মোহ্‌তারম জনাব আলী কাসেম খান চৌধুরী সাহেব বিগত ২রা মে ১৯৮৪ ইং বুধবার ফজর নামাযের পর সহসা হৃদ-রোগে আক্রান্ত হইয়া মীরপুর পল্লবীস্থ তাঁহার বাসভবন হইতে হাসপাতালে নীত অবস্থায় ভোর প্রায় সোয়া পাঁচ ঘটিকায় হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া ইন্তেকাল করেন। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন।

তাঁহার আকস্মিক ইন্তেকালে সকলই একান্ত মর্মাহত ও শোকাভিভূত হন। আল্লাহ্‌-তায়ালা তাঁহাকে আপন দ্বীন ও সেলসেলার খেদমত পালনে এক অসাধারণ স্পৃহা ও উদ্দীপনা এবং সৌভাগ্য দান করিয়াছিলেন—এই ক্ষেত্রে তাঁহার অসামান্য অবদান ও দৃষ্টান্ত-মূলক আদর্শ অনুপ্রেরণার উৎস এবং চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। তাঁহার শূন্যস্থানটি আল্লাহতায়ালা স্বীয় রহমতের দ্বারা পুরণ করুন এবং মরহুমকে জান্নাতুল ফিরদৌসে উচ্চ দর্জা দান করুন, তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের সকলকে ধৈর্যধারণের তওফিক দিন এবং সর্বতোভাবে তাঁহাদের হাফেজ ও নাসের হউন। আমীন।

মৃত্যুকালে মরহুমের বয়স ছিল ৭২ বৎসর। তিনি স্ত্রী, চার পুত্র ও পৌত্র-পৌত্রীগণ রাখিয়া যান।

মরহুমের ইন্তেকালে বাংলাদেশের বিভিন্ন জামাতে শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া এবং ঢাকা আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার পক্ষ হইতে শোক-প্রস্তাবদ্বয় নিম্নে দেওয়া গেল। —(আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী)

বাংলাদেশ আঞ্জুমান আহ্‌মদীয়ার শোক সভা ঃ

শ্রদ্ধেয় নায়েবে আমীর (১) মৌলবী আলী কাসেম খান চৌধুরী সাহেবের আকস্মিক মৃত্যুতে, গত ৪ঠা মে, বাংলাদেশ আঞ্জুমানের সদস্যবৃন্দ এক শোক-সভায় মিলিত হন। বাংলাদেশ আঞ্জু-মান আহমদীয়ার আমীর মোহতারম মৌঃ মোহাম্মদ সাহেব এতে সভাপতিত্ব করেন এবং নিম্ন লিখিত শোক-প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

শোক-প্রস্তাব ঃ

বাংলাদেশ আঞ্জুমান আহমদীয়ার সদস্য বৃন্দ, তাহাদের অতি প্রিয় ও সম্মানিত নায়েবে আমীর (১) মৌলবী আলী কাসেম খান চৌধুরী সাহেবের অকস্মাৎ মৃত্যুতে, শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করিতেছে। তিনি গত ২রা মে ৮৪, ফজরের নামাজের পর হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া হাসপাতালে নীত হইবার পথে প্রাণত্যাগ করেন।

জনাব মৌঃ আলী কাসেম খান চৌধুরী সাহেব জামাতের সার্বক্ষনিক কাজে অবৈতনিক ভাবে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহার সার্বক্ষনিক উপস্থিতি আঞ্জুমানের অফিসকে কর্ম্মমুখর ও প্রাণ-চঞ্চল করিয়া রাখিত। জীবনের শেষ মূহুর্ত পর্য্যন্ত তিনি অবিশ্রান্তভাবে দিনরাত জামাতের জন্য কাজ করিয়া গিয়াছেন। এই ব্যাপারে, নিজের শারীরিক ক্লান্তি ও মানসিক বিশ্রামের প্রতি তাঁহার ভ্রুক্ষেপ ছিলনা। বাংলাদেশের আহমদী ভ্রাতৃবৃন্দের মনের মনিকোঠায়, তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রম ও বিরামহীন কর্ম্মোদ্দীপনার দৃষ্টান্ত উজ্জল হইয়া থাকিবে। তাঁহার উদাহরণ আমাদের সকলকে কর্তব্য পরায়ণ হইবার উৎসাহ ও উদ্দীপনা যোগাইবে। তাঁহার তিরোধানে যে শূন্যতার সৃষ্টি হইল, তাহা পূরণ করা খুবই কঠিন হইবে।

(২৫-এর পাতায় দেখুন)

ফযিলতে রমজানুল মোবারক সম্পর্কে কতিপয় জ্ঞাতব্য বিষয়

প্রিয় ভ্রাতা,

মোকাররমী জনাব আমীর/প্রেসিডেন্ট/মুরুব্বী/মোয়াল্লেম সাহেবান,

আসসালামো আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

আশা করি খোদার ফজলে কুশলেই আছেন। পবিত্র মাহে রমজান সমাগত প্রায়। এই মাস ইবাদত বন্দেগীর; বিশেষ করিয়া নফল ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহতায়ালার ফজল রহমত ও নৈকট্য লাভের এক বিরাট সুযোগ বহণ করিয়া আনে। আল্লাহতায়ালার নিকট দোওয়া করি তিনি যেন প্রত্যেক ভ্রাতা ও ভগ্নীকে এই পবিত্র মাসে অধিক হইতে অধিকতর ফায়দা হাসিলের তৌফিক দান করেন। কোরআন শরীফ ও হাদীসের নির্দেশাবলীর আলোকে এই মাসে অধিক পরিমাণে সদকা ও খয়রাত করা প্রয়োজনীয়। হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর মহান আদর্শ আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে। তিনি মাহে রমজানে ঝড়-তুফানের চেয়েও বেশী প্রবল গতিতে সদকা ও খয়রাত করিতেন।

এই মোবারক মাসে যাহাতে কোরআন শরীফের দরস বাকায়দা দেওয়া হয়, সেইজন্য মুরুব্বী ও মোয়াল্লেম সাহেবান যেন তাদের নিজ নিজ জামাতে দরসের ব্যবস্থা করেন এবং প্রেসিডেন্ট সাহেব তাহাদের সাহায্য করিবেন। যে জামাতে কোন মুরুব্বী ও মোয়াল্লেম নাই সেই জামাতের প্রেসিডেন্ট সাহেব স্বয়ং অথবা যে কোন একজন কোরআন জানা ভ্রাতা দ্বারা দরস দেওয়ার ব্যবস্থা করিবেন। যদি কোন তফসীর করার মত বা আমাদের জামাতের মূল পুস্তকাদি হইতে দরস দিবার কেহ না থাকে তাহা হইলে বাংলা পড়া জানা কোন শিক্ষিত আহমদী ভ্রাতা আহমদী পত্রিকায় প্রকাশিত সুরা ফজর, সুরা শামস, সুরা কদর, সুরা তাকাসোর, সুরা আসর, সুরা হোমাযা, সুর ফীল, সুরা কুরায়েশ, সুরা মাউন, সুরা কওসার, সুরা কাফেরুন, সুরা লাহাব, সুরা এখলাস, সুরা ফালাক, সুরা নাস-এর তফসীর এবং পবিত্র কোরআন-এর সুরা ফাতেহার তফসীর যাহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে উহা পাঠ করিবেন। ইহা ছাড়া পবিত্র কোরআনের সুরা বাকারাহ হইতে যে ধারাবাহিক তরজমা আহমদী পত্রিকায় প্রকাশিত হইতেছে উহাও পাঠ করিবেন। সেইজন্য এখন হইতে পত্রিকাগুলি সংগ্রহ করিয়া রাখার বন্দোবস্ত করিবেন। ইহা ছাড়া প্রত্যেকে কমপক্ষে দৈনিক এক পারা করিয়া নাযেরা কোরআন পাঠ করিতে সচেষ্ট হইবেন। এই ব্যাপারে কতটুকু বন্দোবস্ত করিয়াছেন, তাহা পত্র দ্বারা অত্র অফিসে আমাকে অবগত করিবেন।

প্রাপ্ত বয়স্ক সুস্থ ও স্বগৃহে অবস্থিত ভ্রাতা ও ভগ্নী বিনা ব্যতিক্রমে যাহাতে রোজা রাখেন, সে সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট মুরুব্বী ও মোয়াল্লেম সাহেবান সযত্ন নেগরানী রাখিবেন। গ্রামবাসী যাহারা বার্ধক্য বা শারীরিক অসুস্থতার কারণে রোযা রাখিতে অক্ষম, তাহারা মাসিক কমপক্ষে ২০০ টাকা 'ফিদিয়া' জামাতের ফাণ্ডে জমা দিবেন। এই ফাণ্ডের টাকা

প্রয়োজনমত সম্যক বা একাংশ রোজা চলাকালীন সময়ে স্থানীয় গরীব ভ্রাতাদের মধ্যে সাহায্য হিসাবে দিবেন, বাকী উদ্বৃত্ত টাকা কেন্দ্রে পাঠাইয়া দিবেন। ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, তেজগাঁও, মোমেনশাহী, দিনাজপুর, রংপুর ও নারায়ণগঞ্জ-এর মত শহরে ফিদিয়া হইবে কমপক্ষে ২২৫ টাকা। আল্লাহ যাহাদের মালী হালাত ভাল করিয়াছেন, তাহারা নিজেদের অবস্থা অনুযায়ী বর্ধিত হারে ফিদিয়া দিবেন। এইসব জামাতের উদ্বৃত্ত ফিদিয়ার টাকা অত্র কেন্দ্রীয় দপ্তরে পাঠাইবেন। এবারকার জন্য ফিৎরানা মাথা পিছু ১৭-০০ টাকা ধার্য্য করা গেল। ইহার অর্ধেক হইল ৮ টাকা ৫০ পয়সা। অবস্থানুযায়ী প্রত্যেকের জন্য পুরা বা অর্ধেক হারে ফিৎরানা দেওয়া যাইবে। স্মরণ রাখিবেন, এক দিনের নবজাত শিশুর জন্যও ফিৎরানা দিতে হইবে। যে জামাতে ফিৎরানা লইবার লোক নাই অথবা ফিৎরানা বিতরণের পর টাকা উদ্বৃত্ত থাকে সেই টাকা অত্র কেন্দ্রীয় দপ্তরে পাঠাইবেন। ইহা ছাড়া আরও একটি উল্লেখ্য বিষয় এই যে মোট আদায়কৃত ফিৎরানা হইতে শতকরা দশ ভাগ অত্র অফিসে অবশ্যই পাঠাইতে হইবে। এইরূপ ভাবে যাহাদের উপর যাকাত ফরয তাহারা এই পবিত্র মাসে যাকাত আদায়ে যত্নবান হইবেন।

রমজান মাস নফল এবাদত, জিকরে ইলাহী ইত্যাদির এক বিরাট সুযোগ সৃষ্টি করে। সকল ভ্রাতা নামায তাহাজ্জুদ, তেলাওয়াতে কোরআন, দরূদ শরীফ পাঠ, এস্তেগফার, মসনুন দোওয়া ইত্যাদির মাধ্যমে আল্লাহতায়ালার সন্তুষ্টি হাসিলের জন্য সর্বদা চেষ্টায় রত থাকিবেন এবং জামাতের উন্নতির জন্য বেশী করিয়া দোওয়া করিবেন। যেখানে সম্ভব নামায তাহাজ্জুদ ও তারাবীহর বাজামাত-এর ব্যবস্থা করিবেন এবং জামাতের সকল ছেলে-মেয়েদিগকে নিয়া নামাজ পড়িবেন। যেখানে তাহাজ্জুদ নামাজ বাজামাত পড়া সম্ভব নয় সেখানে অবশ্যই তারাবীহর নামাজ বাজামাত আদায় করিবেন। স্মরণ রাখিবেন, তারাবীহ নামাজ পড়ার পরও তাহাজ্জুদের নামাজ পড়া যায়।

রমজান মাসের শেষের ১০ দিনে হযরত রসুলে করীম (সাঃ) ইতেকাফ করিতেন। ইহা বড়ই বরকতপূর্ণ এবং জরুরী ইবাদত। প্রত্যেক জামাতে যাহাতে বেশী বন্ধু ইহাতে শরীক হন তাহার জন্য এখন হইতেই চেষ্টা করিবেন। রমজান মাসে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) এর কিতাব যথা কিশতীয়ে নূহ, ইসলামী নীতি দর্শন ও সিলসিলার অন্যান্য পুস্তকাদি যথা আহমদীয়াতের পয়গাম, আল্লাহ্‌তায়ালার অস্তিত্ব পুস্তকসমূহ বিশেষ মনোযোগ সহকারে নিয়মিত পাঠ করার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে। হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) -এর খুৎবা ও খোৎবার ক্যাসেটসমূহ শুনিবার ব্যবস্থা করিবেন।

বন্ধুগণকে ইতিপূর্বেই বলা হইয়াছে যে, রমজান-মোবারকে বান্দার দোয়া বিশেষ-ভাবে কবুল হয়। সেইজন্য জামাতের বর্তমান কঠোর অগ্নিপরীক্ষার সময় জামাতের পূর্ণ হেফাজতের জন্য আপনারা সকলে আল্লাহ্‌তায়ালার দরবারে স্ব-স্ব হৃদয়ের গভীর বেদনা, কষ্ট ও উদ্বেগ নিবেদন করিয়া অবিরাম ধৈর্য্য ও সহনশীলতার সহিত দোয়া করিতে থাকি-

বেন যেন আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহার সকল বান্দাকে হেদায়াত দান করেন এবং দুনিয়ার অন্ধকার দূর করিয়া উজ্জ্বল দিনের উদয় করেন। এতদসংগে সদকা ও বেশী বেশী নফল নামায ও কুরআন পাকের তেলাওয়াতও জারী রাখিবেন।

আমাদের প্রিয় ইমাম হযরত খলিফাতুল মসীহ রা'বে (আইঃ)-এর পূর্ণ স্বাস্থ্য, সুদীর্ঘ হায়াত এবং তাঁহার কার্যক্রম পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠার জন্য এবং সিলসিলার সকল মুরুব্বী ও সর্বশ্রেণীর ওহদাদার ও সকল ভ্রাতা ও ভগ্নীর জন্য এবং ইসলাম তথা আহমদীয়াতের বিশ্ব-বিজয়ের জন্য, দুনিয়াতে বিশ্বশান্তি কায়েমের জন্য ব্যক্তিগতভাবে ও ইজতেমায়ী দোওয়া জারী রাখিবেন। বন্ধুগণ স্মরণ রাখিবেন যে, আমরা পঞ্চদশ শতাব্দী হিজরীর ৪র্থ বর্ষে পদার্পন করিয়াছি। এই শতাব্দী ইসলামের বিশ্ববিজয়ের শুভ যাত্রার প্রথম শতাব্দী। সুতরাং বন্ধুগণ ঐকান্তিকতার সহিত আল্লাহ্‌তায়ালার দরবারে বিশেষভাবে দোওয়া করিবেন যেন তিনি সেই গৌরবোজ্জ্বল মহাকল্যাণবর্ষী বিশ্বশান্তি আমাদিগকে অচিরেই লাভ করার সৌভাগ্য দেন, বিশ্ব-মানব যেন মহা মহিমাময়ের গুণগানে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে এবং সুদিনের হাসি মানুষের মুখে ফুটিয়া উঠে। (আমীন)

বাংলাদেশের জামাতেরও হেফাজত ও কল্যাণের জন্য দোওয়ার বিশেষ আবেদন করিতেছি। আল্লাহ্‌তায়ালা সকলের হাফেজ ও নাসের হউন। ওয়াস-সালাম। খাকসার

মোহাম্মদ
আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমান আহমদীয়া

(২২-এর পাতার পর)

আল্লাহতায়ালা তাঁহার অপার অনুগ্রহে তাঁহাকে পরপারে যথাযোগ্য পুরস্কার দান করুন এবং জান্নাতুল ফেরদৌসে উচ্চ মর্য্যাদা প্রদান করুন। মহান আল্লাহ তাঁহার বিরহ-ব্যথিত পরিবারের সকলকে সান্ত্বনা দান করুন। আমরা, বাংলাদেশের সকল আহমদীই, তাঁহার তিরোধানে সমভাবে ব্যথিত। আল্লাহ্‌ আমাদের মনেও তসল্লী দান করুন। আমীন।

মৌলবী মোহাম্মদ, জাতীয় আমীর, বাঃ আঃ আঃ, ঢাকা। ৪/৫/৮৪

ঢাকা আঞ্জুমানে আহমদীয়ার শোক-প্রস্তাব

১১ই মে ১৯৮৪ ইং রোজ শুক্রবার বাদ আসর ঢাকা আঞ্জুমানে আহমদীয়ার পক্ষ হইতে অনুষ্ঠিত শোক সভার মাধ্যমে বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার নায়েবে আমীর-(১) মোহতারম জনাব আলী কাসেম খান চৌধুরী সাহেবের বিগত ২/৫/৮৪ ইং তারিখে আকস্মিক মৃত্যুতে আমরা ঢাকা আঞ্জুমানে আহমদীয়ার সকল সদস্য গভীর শোক প্রকাশ করিতেছি। আমরা তাঁহার মৃত্যুতে জামাতের একজন একনিষ্ঠ কর্মী এবং বুজুর্গকে হারাইলাম, যাহার ফলে আমরা গভীরভাবে শোকাবিভূত, মর্মাহত। আমরা আল্লাহতায়ালার দরবারে তাঁহার ন্যায় হাজার হাজার ত্যাগী ও নিষ্ঠাবান খাদেমে-দ্বীন সৃষ্টি করিয়া আহমদীয়া জামাতকে ক্রমোন্নতির পথে পরিচালিত করার জন্য দোওয়া করিতেছি। আমরা আরও দোওয়া করিতেছি যে আল্লাহতায়ালা মরহুমের আত্মাকে যেন জান্নাতুল ফেরদৌসে উচ্চ স্থান দান করেন এবং মরহুমের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রত্যেককে ধৈর্য্য ধারণ করিবার তৌফিক দান করেন। আমীন।

— মোহাম্মদ খলিলুর রহমান
আমীর, ঢাকা আঃ আঃ

হায়! আলী কাসেম আনসার খান চৌধুরী

৺তাহার সহসা মৃত্যু আমার কাছে একটি মোজেজা। মাত্র সেদিন দূর থেকে 'আসসালামু আলাইকুম' বলতে বলতে অগ্রসর হতে লাগলেন। দেখা মাত্র বলে উঠলেন, "কেলাবুন ফিল খারিজে আও ফিদ্‌দাখিলে?" আমি বল্লাম, "ওয়ালাইকুম আস্‌-সালাম, কালাবুন্‌ ফিল্‌ গায়েবে, আ জাইয়্যে"। একটু আগে বেড়েই বল্লেন, "আর যাব না, কালকে আপনার দাওয়াত" - বলেই ত্রস্ত পদে চলে গেলেন। আল্‌হামদুলিল্লাহ। আহা! দুই তারিখ ভোর বেলায় ঘটল কী! তখন আমি গোসল খানায়। আমার মেয়ে আওয়াজ দিল, "আব্বা, চাচা চৌধুরী আনসার সাহেব ··।" বেরিয়ে এসেই দেখলাম—সে তো অন্য মানুষ, কুকুরে ঘিরে আছে। হতাশ হয়ে বল্লঃ চৌধুরী আনসার সাহেব ইন্তেকাল করেছেন! انا لله و انا اليه راجعون। দৌড়ে গেলাম। আবদুল্লাহ ভাই সাহেবও সঙ্গে গেলেন। কী দেখলাম। আপন মাহবুব মৌলার কেতন নিয়ে দিব্যি শায়িত। আহবাবে-জামআত বিপুল সংখ্যায় আঞ্জুমানে উপস্থিত হলেন। হযরত আমীরে-জামআত নামাজে-জানাজা আদায় করলেন। সঠিক সময়ে জানাজা সোপর্দে খাক্‌! দোওয়ায়ে মাগফেরাত।

আনসার খান চৌধুরী ভ্রাতার সারা জীবনের আলেখ্য একমুহূর্তে মস্তিষ্কে ভেসে উঠল। কী ছিলেন তিনি! বিদেশগত ইংরেজ কবির দেশাত্মবোধের কথায় ৺তার সম্বন্ধেও বলা চলে: If I shall die think only this of me, the whole of self was an Ahmadi. আহা, আজন্ম আহ্‌মদী আবহাওয়ায় লালিত পালিত বর্দ্ধিত সম্বলিত হওয়ার সৌভাগ্য কয়জনার আছে! বাল্যে, যৌবনে, পড়া-লিখায় এবং শারীরিক, মানসিক, রুহানী চর্চ্চায় "যমীনে কাদীয়ান—আরজে হারামে" প্রখরতা অর্জন করে করে দ্রুত অগ্রগামী! পাঞ্জাবী-ছেলেরাও অনেক ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় তাঁর কাছে হার মানিত। হযরত খলিফাতুল মসিহ্‌ সানী-(রাঃ) এই জুশিলা বাঙ্গালী ছেলের সাহসিকতা অবলোকন করে খুশী হতেন। মাতৃ-ভাষায় পাঞ্জাবী, পিতৃ-ভাষায় বাঙ্গালী, মযহবী-ভাষায় আরবী-ফার্সি-উর্দূতে দক্ষতায় ভারত-সফরে কোথাও তাঁহার অজানা-পরিবেশ ঠেকতনা। অন্য কথায়, তবলীগের চতুর্মুখী অস্ত্র তাঁর হাতে সর্ব্বত্র কার্য্যকর।

কিন্তু তিনি মৌলবী ফাজেল হতে হতে, ইংরেজী শিক্ষায় বি, এ গ্রেজুয়েট হবার মুখে চাকুরী জীবনে প্রবেশ করেন। পাঠ্য অবস্থায় তাঁর এই একটুখানি অসম্পূর্ণতা তাঁর কর্ম্ম-ক্ষেত্রে সারা জীবন তাঁকে অতিমাত্রায় অধ্যবসায়ী ও কর্ম্মতৎপর করে তোলে। ইহাতে নিশ্চয়ই কোন মস্‌লেহাত ছিল।

শিক্ষা-বিশেষজ্ঞ পিতা খান বাহাদুর আবুল হাশেম খান চৌধুরী প্রিয় পুত্রকে Training College এ ভর্ত্তি করাবার জন্যে কলিকাতায় তাঁহার এক প্রিয় আহ্‌মদী যুবক 'লাল-মিঞার' কাছে পাঠালেন। বালিগঞ্জ Training College-এর Principal, Mr. Bachanon

এর সমীপে খান বাহাদুরের চিঠি সহ তাঁকে নিয়ে যাওয়া হল। Bachanon সাহেব তাঁকে সবরকমে পরীক্ষা করে খুব উপযুক্ত দেখলেন বটে কিন্তু এক বৎসর পরে Graduation final Certificate নিয়ে এসে ভর্ত্তি হতে বল্লেন। কর্ম্ম-বৎসল আলী কাসেম কখন আর আশার অলসতা নিয়ে বারটি মাস বসে থাকেন। সুযোগ দেখে বৃটিশের হুকুম্-বরদার কলিকাতার পুলিশ লাইনে, বিস্‌মিল্লাহ্, প্রবেশ করেন। "আলাই সাল্লাহু বিকাফিন আবদুহু"-র রক্ষা-কবচ বক্ষে-ধারণ করে আলী কাসেম চিরকাল বীরের মত জীবন যাত্রায় জানা-অজানা পথে চলতে থাকেন। পিতা হযরত হাশেম সাহেব পুত্রের ইচ্ছা পথে চলতে দেখে অসহায় চিত্তে দিনরাত দোওয়াই করতে থাকেন। হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সানী (রাঃ) প্রিয় আলী কাসেমের স্বেচ্ছা অবলম্বন অপছন্দ করেন নাই। তাঁহার জন্য দোয়া করেন।

ঈসা মসিহ্‌র অজ্ঞাত জীবন-ব্রতের মত আলী কাসেম আনসার চৌধুরীর কলিকাতার এক অপ্রসিদ্ধ বোন্দেল রোডে বহু বৎসর কর্তিত হয়। অত্যাধুনিক নাস্তিক ভাবাপন্ন খোশ-খেয়ালীদের মাঝখানেও আলী কাসেম "নাহনু আনসারুল্লাহ্‌র" পরিচয়-তমগার সর্বোচ্চ মান বজায় রাখতেন। তাঁর খোশ-মেজাজী নীতি-তবলীগে মুখালিফ-আগন্তুকও কতক্ষণ কায়েম থাকত! এইরূপে পুলিশ লাইনে অহোরাত্র ভাল-মন্দের দ্বন্দ্ব হতে তিনি অনেক শিক্ষা, অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। পরবর্তী জীবনে ঐ সমস্ত সঞ্চিত অভিজ্ঞতার সিলসিলার কাজের সদ্ব্যবহার করেন। কলিকাতার আঞ্জুমানেই মওকা মত উপস্থিত থাকা তাঁহার বাঁধা প্রোগ্রাম ছিল। কাদীয়ানে জলসার ঝলশায় আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে মেহমানদের সামান বহণ করতেও তাঁকে অনেকেই দেখেছে। "হাতে কর কাজ. নাহি কোন লাজ, শিরে পর তৌহিদের তাজ"!

কালক্রমে পূর্ব পাকিস্তানে চলে এসে পুলিশ সার্ভিসেই কায়েম থাকেন। শেষ পর্য্যায়ে Anti Corruption Department-এ Deputy Director পদে উত্তীর্ণ হন। এই কর্ম-যুগে মানবতার কর্ম-ক্ষেত্রে তাঁর দান-অবদান চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। স্বগ্রাম, স্ব-গৃহ হইতে বিতাড়িত নিঃস্ব পতনমুখি বহু আহমদী পরিবারকে তিনি পথ দেখিয়েছেন। মানুষ করেছেন, সিলসিলার সম্মানিত খাদেমে পরিণত করেছেন। কিন্তু অতি অদৃশ্যভাবে, সম্পূর্ণ খোদার ওয়াস্তে। এই মহৎ গুণ তিনি মহানুভব পিতৃ-মহাত্মা হইতেই উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন। কেউ জানে, কেউবা জানে না। কারণ আলী কাসেম ছিলেন ইংরেজী সাহিত্যের Man in Black—যার উপকার করবেন তার পিঠেই দুই বেত্রাঘাত। আহমদী হয়ে দারিদ্রের তাড়নায় ভিজে বিল্লীর মত কাতরতা প্রকাশ তিনি দুই চক্ষে দেখতে পারতেন না—"ঝেরে ফেলে Inferiority Complex আহমদী বীর সেজে দাঁড়াও তবলীগ-রণে"—ইহাই আল্লাহর হুকুম।

বাহ্যতঃ রাগে গড়গড়। অন্তরে স্পৃহা, কেমন করে আহমদী হবে। এই ছিল তাঁর লক্ষ্য। আজ এইখানেই ইতি। ভবিষ্যতে দেখবো আরও। তাঁর আত্মার মাগফেরাতের দোওয়া-প্রার্থী।

খাকসার—

চৌধুরী আবদুল মতিন

হায়! মীর হাবিব আলী!

মীর হাবিব আলী আমার প্রায় সমবয়সী, প্রায় সমপাঠী, প্রায় কাছাকাছির স্বদেশবাসী ছিলেন এবং সর্বোপরি তিনি ছিলেন পূর্ণজীবন-আহমদী। বিগত ১৪ই এপ্রিলে ১৯৮৪ইং তিনি পূর্ণ ৭৬ বৎসরে চিটাগাং-এ ইন্তেকাল করেন انا لله و انا اليه راجعون কলিকাতা ইসলামিয়া কলেজ থেকে তিনি I. A. B. A. পাশ করেন এবং বালিগঞ্জ Bachanon Training College থেকে তিনি P. T. Degree হাসেল করেন; তৎপর শিক্ষা বিভাগে কর্ম ক্ষেত্রে দাখেল হন। ইসলামীয়া কলেজে তাঁর পাঠ্যকালে আরও কয়েকজন আহমদী ছাত্র এসে ভর্তি হন। আরবী শিক্ষিত Mr. A. H. Harley ছিলেন Principal. আল্লামা সাহাবী প্রফেসার আবদুল কাদের I. E. S ছিলেন সেই কলেজের আরবী প্রফেসার। খান বাহাদুর আবুল হাশেম খান চৌধুরী ছিলেন A. D. P. I. বেঙ্গলে। আর খান বাহাদুর আতাউর রহমান Director of Education ছিলেন আসামে। তাছাড়া ভাগলপুরে, পাটনায়, পাঞ্জাবে শিক্ষা বিভাগে ছিলেন আহমদী। অর্থাৎ সমগ্র ভারতের শিক্ষা গগণে উজ্জল রত্নাবলি ছিল আহমদী! কী সুন্দর! সেই সোনালী যুগে মীর হাবিব আলী প্রমুখ আমরা ছিলাম অধ্যয়নরত ছাত্র। বলা বাহুল্য যে সেই কলেজেরই প্রফেসার উর্দু-কবিরত্ন 'ওহশাত' সাহেব ও ফার্সী প্রফেসার 'নাদ্‌ভী' সাহেব Anti-Abdul Quder আন্দোলন গড়ে তোলেন।

মীর হাবিব আলী অদম্য উৎসাহে ক্রীড়ার আড্ডায় অবতীর্ণ হয়ে এক ছেলেকে Boxing মেরে চিৎপটাং। অমনি হৈ হল্লা! কাদিয়ানী ছাত্র Boxing-এর নিয়ম-কানুন জানে না। প্রফেসার কাদের প্রমাদ গুনতে লাগলেন, বল্লেন, "ভাই, ইয়ে তো মীর হাবিব আলী নেহি, ইয়ে—বীর হাবীব আলী।"

বীরচিত্ত মীর হাবিব আলী, কর্ম-জীবনে আস্তে-ধীরে গড়ে উঠেন আরও মজবুত হয়ে, সাফা-মারওয়া দুই পাহাড় চূড়ার মাঝখানে, চরম হেফাজতে। এক পাহাড়ে দোওয়ার কুঞ্জ, অন্য প্রান্তে অন্য পাহাড়ে অগাধ জ্ঞানের খনি। আহমদী পঞ্চরত্নের পিতা মীর সেকান্দর আলীর দোওয়ার ধারায় মুখালিফাতের 'দেওয়ানকীল্লা' ভাসমান। জ্ঞানের সাগর, আরবী সাগর প্রফেসার আবদুল লতিফের একা একা আযান-ধ্বনিতে সংরক্ষিত রত্নাবলি, গড়ে উঠা আঞ্জুমানে! ভাগ্যাকাশে মীর হাবিব আলীর অর্জিত অভিমান।

মীর হাবিব আলী বাহ্যতঃ কোন মুবাল্লেগ ছিলেন না। তিনি ছিলেন নির্ভীকতার এক তবলীগ পাথর। তাঁর সংস্পর্শে যত 'উম্মেদওয়ার' আসত, তাহাদিগকে তিনি অতি সহানুভূতিতে ভবিষ্যতের উজ্জল পথ দেখিয়ে দিতেন। শেষে কিন্তু বলে দিতেন, আহমদীয়াতের ময়দানে যেয়ে দাঁড়াও, তা'হলেই সঠিক পথ দেখতে পাবে।

"কি ভয় আছে সঙ্কটে,
খোদা যাহার নিকটে" (প্রঃ আঃ লতিফ)

ইহাই ছিল তাঁর নীতি। বলবার অনেক আছে। আজ এখানেই ইতি।

—চৌধুরী আবদুল মতিন

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার পঞ্চম মজলিসে শুরা সংক্রান্ত জরুরী বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৫ম মজলিসে শুরা, ইনশাআল্লাহ, আগামী ২৫, ২৬ ও ২৭শে মে' ৮৪ রোজ শুক্র, শনি ও রবিবার দারুত তবলিগে অনুষ্ঠিত হইবে।

সকল জামাতের আমীর/প্রেসিডেন্ট ও নির্বাচিত নোমায়েন্দাগণকে পূর্ব প্রেরিত নির্দেশাবলী অনুযায়ী যথাসময়ে অত্র মজলিসে শুরায় যোগদান করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

খাকসার— **ভিজির আলী**
সেক্রেটারী, মজলিসে শুরা, বাঃ আঃ আঃ

শোক সংবাদ

অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইতে হইতেছে যে—

(১) বিগত ১৪ই এপ্রিল '৮৪ ইং চট্টগ্রাম নিবাসী প্রবীণ ও মুখলেস আহমদী মোহতারম জনাব মীর হাবীব আলী সাহেব ইন্তেকাল করিয়াছেন। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন।

(২) বিগত ১৪ই এপ্রিল '৮৪ ইং অপরাহ্ন দুই ঘটিকায় পাগুলিয়া (সিলেট) আঞ্জুমানে আহমদীয়ার প্রবীণ আহমদী জনাব আসবউল্লাহ সাহেব ইন্তেকাল করিয়াছেন। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন।

সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির খেদমতে সকাতর দোওয়ার আবেদন জানান যাইতেছে, আল্লাহ তায়ালা যেন পরলোকগমনকারী উভয় ভ্রাতার রুহের মাগফিরাত করেন, জান্নাতুল ফেরদৌসে তাঁহাদিগকে উচ্চস্থান দান করেন এবং উভয়ের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে ধৈর্য্য ধারণের তওফিক দেন, সর্বতঃ তাহাদের হাফেজ ও নাসের ও হাদী হন। আমীন।

জামা'তের সকলের পক্ষ হইতে আমাদের উভয় চিরবিদায়ী ভ্রাতার পরিবার-পরিজনের নিকট গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করা যাইতেছে।

(৩) বিগত ২৪শে এপ্রিল '৮৪ইং বগুড়া আঞ্জুমানে আহমদীয়ার প্রেসিডেন্ট জনাব প্রফেসার রাজিবউদ্দিন সাহেবের কন্যা আমাতুন নূর (রেজিনা) মাত্র পাঁচ বৎসর বয়সে ইন্তেকাল করিয়াছে। ইন্নালিল্লাহে.....রাজেউন। আল্লাহতায়ালা শোকসন্তপ্ত মাতা-পিতা ও আত্মীয়দের সকলকে ধৈর্য ধারণের তওফিক দিন এবং 'নেয়ামুল বাদাল' দান করুন। আমীন।

লণ্ডনে গায়েবী জানাযা

বিগত ৪ঠা মে লণ্ডনস্থ মসজিদে-ফজলে হুজুর আকদাস (আইঃ) জুময়ার নামায আদায়ের পর মরহুম আলী কাশেম খান চৌধুরী সাহেবের নামায জানাযা-গায়েব পড়ান এবং খোৎবা সানিয়াতে তাঁর আকস্মিক মৃত্যু সংবাদ জানাইয়া বলেন যে, মরহুম অত্যন্ত মুখলেস এবং দ্বীনের খেদমত গুজার ছিলেন।

(—আঃ সাঃ মাঃ)

আহমদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্দী মসীহ্ মওউদ (আ:) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সৈয়্যদনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবেরউপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?"

"আলা ইন্না ল'নাতল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"

অর্থাৎ, "সাবধান, নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।"

(আইয়ামুস সুলেহ, পৃ: ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press
for the propprietors, Bangladesh Anjuman-E-Ahmadiyya.
4, Bakshibazar Road, Dhaka-11
Phone No. 501379
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar